Reg. No. DA.—142

এই সংখ্যায় আছে—

	পৃষ্ঠা
পাঞ্জাবের দাঙ্গা তদন্ত আদালতে রিপোর্ট	২
বয়ানুল-কুরআন	৩
কোরআন হইতে কিঞ্চিৎ	৪
আমার শিক্ষা	৫-১০
বহু-বিবাহের অন্তরালে	১০-১২
হাদীস সংগ্রহ	১২-১৩
তৌহিদের আহ্বান	১৪
আখবার আহমদীয়া	১৫-১৬

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

মে-জুন, '৫৪ ; জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৬১ ; হিজরত-ইহসান, ১৩৩২ সৌর হিজরী

নব পর্য্যায়—৮ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, May & June, '54 | ১—৪ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ইসলাম বনাম নেজামে ইসলাম (১)

'ইসলাম' বলিতে দুনিয়ার সকল মুসলমান যে একই কথা বুঝেন না, অসংখ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। শিয়া, সুন্নি মতভেদ ত ইসলামের আদি যুগ হইতেই আছে। তার উপরে এতদুভয়ের মধ্যে আবার বহু উপসম্প্রদায়ও রহিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের পরস্পর মতভেদকে ছোট বা বড় বলা যাইতে পারে; কিন্তু মতভেদ নাই বলা যাইতে পারে না।

গত হিজরী শতাব্দীতে হানাফী, মালিকী প্রভৃতি 'আহলে-ফেকাহ' সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে 'আহলে-হাদীস' নামক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয় এবং 'আহলে-ফেকাহ' ও 'আহলে-হাদীস' উভয়ের বিরুদ্ধে 'আহলে-কোরআন' নামে আর একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বর্ত্তমান হিজরী শতাব্দীতে 'আহমদী' বা কাদিয়ানী' বা 'মীরজায়ী' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে।

মুসলমানদের মধ্যে এইরূপে একটার পর একটা করিয়া নূতন নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতে থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নহে। তবে ইহা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। পছন্দ করি বা না করি, ভবিষ্যতেও যে বহু নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতে থাকিবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

ইসলাম একটা ব্যবস্থা। কোরআন ইহার মূল-সূত্র, এবং মহম্মদুর রসুলুল্লাহ ইহার প্রতীক। কোরআনকে ঐশীবাণী এবং মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লামকে আল্লার রসুল বলিয়া যে কেহ স্বীকার করে, তাহাকে মুসলমান বই অমুসলমান বলার অধিকার কাহারও নাই।

কোরআন ও রসুলের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সকল মুসলমানের ধারণাই যে হুবহু এক হইবে, তাহা সম্ভব নহে। বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার তারতম্যের কারণে মনীষী মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ হইতে বাধ্য। বস্তুতঃ এই তারতম্যের কারণেই এত সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।

সম্প্রতি 'নেজামে ইসলাম' নামে একটা আন্দোলন দেশময় আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে। আন্দোলনকারীদের মধে শিয়া আছে, সুন্নি আছে ; আহলে-ফেকাহ আছে, আহলে-হাদীস আছে ; নামাজী আছে, বেনামাজীও আছে। ইসলামের মহব্বত ইহাদের সাইন বোর্ড। এই সাইন বোর্ডটা সত্য হইলে অবশ্যই এটা একটা শুভ আন্দোলন। তবে ইহাদের কার্য্যকলাপ বিচার করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ চোখে পড়ে। আন্দোলনকারীদের বিরাট অংশের উদ্দেশ্য অবশ্যই ধর্ম্মীয়। তবে বুদ্ধিবৃত্তির সদ্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে উৎসাহ উদ্যমের প্রাচুর্য্যই ইহাদের সম্বল। কিছু চতুর লোকও এ আন্দোলনে আছে। সস্তায় ও সহজে জনমত স্বপক্ষে আনয়ণ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করাই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের বিরাট জনতা মুসলমান। সুতরাং ক্ষমতা-শিকারী রাজনৈতিকদের অনেকেই ইসলাম বা নেজামে ইসলামের 'ধুয়া' তোলেন তাহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অমোঘ অস্ত্র মনে করিয়া।

'নেজামে ইসলাম' পার্টির চতুর নেতাগণ যে রাজনৈতিক ক্ষমতা-শিকারী হিসাবেই এই অস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপের সহিত তাহাদের ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বেকার কার্য্যকলাপ তুলনা করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তখন ইহারা ছিলেন মূর্ত্তিমান উদারতা। হিন্দুদের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করা ছিল ইহাদের আদর্শ। আর এখন? এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় গত বৎসরের পাঞ্জাব হাঙ্গামার প্রতি ইসারা করিয়া।

নেজামে ইসলামওয়ালাদের প্রধান কথা—চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁকে সরাইয়া আমাদের কাউকে মন্ত্রী কর ; যে সকল আহমদী সরকারী বড় চাকুরীতে আছেন, তাহাদিগকে বরখাস্ত কর ; এবং আহমদীয়া সম্প্রদায়কে অমুসলমান বলিয়া ঘোষণা কর।

কেন? তাহাদের অপরাধ কি?

ইহারা বলেন, আহমদীদের অপরাধ গুরুতর। কারণ, কোরআন ব্যাখ্যা করিবার অধিকারটা যে আমাদের একচেটিয়া এবং আমরা যাহা বুঝি তাহাই যে ধ্রুব সত্য, এ কথা তাহারা স্বীকার করে না। আমাদের ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তি তর্ক উপস্থিত করে। তাহাদের কারণে শিক্ষিত সমাজে আমাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হইতেছে। তাহাদের শায়েস্তা না করিয়া থাকা যায় কিরূপে? তর্ক করিয়া পারা যায় না; বাহুবলে এবং সামাজিক ও সরকারী চাপে তাহাদিগকে দমন করিব।

প্রত্যক্ষ রাজনীতির সহিত আহমদী সম্প্রদায়ের কোনও সম্পর্ক নাই। দেশের রাজক্ষমতা যখন যাহাদের হাতে থাকে, তাহাদের সহিত যথাসাধ্য সহযোগীতা করাই তাহাদের নীতি। অবশ্যই এ নীতির তাৎপর্য্য এ নয় যে ক্ষমতাসীন দলের সব কাজই তাহারা সমর্থন করেন। ভুল-ত্রুটি ক্ষমতাসীন দলেরও থাকে এবং তাদের উপরে বিরোধী রাজনৈতিক দলের শ্যেন দৃষ্টিও থাকে। সুতরাং আহমদীয়াদের ন্যায় ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ধর্ম্ম প্রচার ছাড়িয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলকে মোটা করিতে যাওয়া অনাবশ্যক।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত করার অস্ত্ররূপে নেজামে ইসলাম পার্টির নেতাগণ যে পথ ধরিয়াছেন, তাহার সমালোচনার ভার তাহাদের বিরোধী রাজনৈতিকদের উপরে ছাড়িয়া দিলাম। ইসলাম সেবার পবিত্র উদ্দেশ্যে যাহারা তাহাদের পিছনে পিছনে চলিতেছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে দুই চারিটি কথা বলিতে চাই।

ইসলাম সেবার প্রথম কথা ইসলাম বুঝিতে চেষ্টা করা ; সম্প্রদায় বিশেষের আলেমগণ যাহা বলেন, তাহাকেই শেষ কথা মনে না করা। আপনার সম্প্রদায়ের আলেমগণ কোরআন পড়িয়াছেন, হাদীস পড়িয়াছেন এবং ইসলামের ইতিহাস পড়িয়াছেন। অপর সম্প্রদায়গুলির আলেমগণও এই সমুদায় পড়িয়াছেন। তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা সঙ্গত হইতে পারে কিরূপে?

ইসলাম সেবার দ্বিতীয় কথা পরমত সহিষ্ণুতা। আমি যাহাকে ভ্রান্ত মনে করি, বন্ধুভাবে তাহাকে তাহার ভুল দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য। তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হওয়ায় লাভ কি?

যে ব্যক্তি 'কলেমা' পড়ে, নামাজ-রোজা প্রভৃতি ইসলামের অনুষ্ঠান পালন করে, কোন বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলে তাহাকে অমুসলমান বলা সঙ্গত কিরূপে? কুফর দূর করার পরিবর্ত্তে তথাকথিত আলেমগণ একে অন্যকে কাফের সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত।

তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, আপনারা অসংখ্য মুসলমানকে কাফের করিয়াছেন; মুসলমান করিয়াছেন কয়জন কাফেরকে ?

কোরআন করীমের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত দুইটির প্রতি নেজামে ইসলাম পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—

আল্লাহতালা বলিয়াছেন—"হা, যে ব্যক্তি তাহার মুখমণ্ডল আল্লার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে এবং সৎকার্য্যশীল হয়, সে তাহার প্রভুর নিকটে প্রতিদান পাইবে। এই শ্রেণীর লোকদের কোন ভয় নাই, দুঃখও নাই।

এবং ইহুদিগণ বলে, খৃষ্টানগণ কিছুই নহে; এবং খৃষ্টানগণ বলে, ইহুদিগণ কিছুই নহে; অথচ উভয় সম্প্রদায়ই আল-কিতাব (তওরাত) অনুসরণ (বা পাঠ) করে।

অজ্ঞ লোকেরা এইরূপই বলিয়া থাকে। আল্লাহ তাহাদের এই মতভেদ মীমাংসা করিবেন (তাঁহার হুজুরে) দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে।" (সুরা বকর, আ ১১২-১১৩)।

আল্লার এই উক্তি অতি স্পষ্ট। তাহার প্রীতি-লাভের উদ্দেশ্যে যাহারা সৎকাজে শক্তি নিয়োগ করেন, তাহাদের ভয় করিবার কিছুই নাই। একই গ্রন্থের অনুসারী এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে 'কিছুই নহে' বলার একমাত্র কারণ মূর্খতা বই আর কিছু নহে। আল্লাহ এই শ্রেণীর মূর্খদের মতভেদের মীমাংসা করিবেন তাঁহার হুজুরে দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে; ইহকালে তাহারা ব্যর্থ হইবে এবং পরকালে তাহাদের জন্য রহিয়াছে নরক।

ইসলাম সেবার তৃতীয় কথা, সমকালীন ধর্ম্ম নেতাকে চিনিয়া লওয়া ও তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করা। ইসলাম সম্বন্ধে মুসলমানদের মতভেদ মীমাংসার জন্য ইহাই অমোঘ উপায়। এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি কোরআন ও হাদীস বহু জোর দিয়াছে। সত্যিকার নেজামে ইসলামের জন্য ইহাই আল্লার ব্যবস্থা ও রসুলের নির্দ্দেশ। ইহার বিপরীত পথ ইসলামের সংগঠনের পথ নহে, ভাঙ্গনের পথ।

পাঞ্জাবের দাঙ্গা তদন্ত আদালতের রিপোর্ট

১৯৫৩ সালের ১লা জুলাই পাঞ্জাব হাঙ্গামার তদন্ত আদালতের কাজ আরম্ভ হয়। আদালতের মোট ১১৭টী অধিবেশন হয়; ৯২টীতে শুনানী ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হয় ১৯৫৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী। ১লা হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সওয়াল জওয়াব চলে। অতঃপর রিপোর্ট প্রণয়ন করিতে আদালতের মোট পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগে।

তদন্ত মামলার নথিপত্র ৩৬০০ পৃষ্ঠা, সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণ ২, ৭০০ পৃঃ। তদন্ত মামলায় ৩৩৯ খানি দলিল, বহুসংখ্যক পুস্তক, প্রচার পুস্তিকা, সংবাদপত্র এবং সাময়িকী পেশ করা হয়। তদন্ত আদালতকে বহুসংখ্যক চিঠিপ ও মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিতে হয়। কোন কোন চিঠির পৃষ্ঠা সংখ্যা এক শতেরও বেশী।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির তদন্ত মামলায় অংশ গ্রহণ করে:—(১) পাঞ্জাব সরকার, (২) প্রাদেশিক মোছলেম লীগ, (৩) মজলিসে আহরার, (৪) পাঞ্জাব মজলিসে তাহাফুজে-খতমে-নবুয়াত কর্ত্তৃক নিযুক্ত মজলিসে আমল, (৫) জামাতে এছলামী, (৬) সদর আঞ্জুমানে আহমদিয়া (রাবওয়া), এবং (৭) আহমদিয়া আঞ্জুমানের এশায়াতে এছলাম, লাহোর। পাঞ্জাব সরকার এবং পাঞ্জাব মোছলেম লীগ ব্যতীত অন্য সকল দলের পক্ষ হইতে তদন্ত আদালতে সুদীর্ঘ লিখিত বিবৃতি দাখেল করা হয়।

তদন্ত আদালতে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দিন পাঞ্জাবের গবর্ণর জনাব চুন্দ্রীগর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য সরদার আবদুররব নিশতার, পররাষ্ট্র সচিব চৌধুরী জাফরুল্লা খান, যোগাযোগ সচিব সরদার বাহাদুর খান, ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী, জনাব মুশতাক আহমদ গুরমানি, এবং জনাব দওলতানার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় রুদ্ধদ্বারকক্ষে তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তবে ইহাদের সাক্ষ্যের কিছু কিছু অংশ সংবাদপত্রে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়।

তদন্ত আদালত ৩০৭ পৃষ্ঠায় রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা মোট ছয়খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম তিনখণ্ডে প্রাসঙ্গিক ঘটনাপুঞ্জের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তদন্ত আদালতের রিপোর্টে বলা হইয়াছে:

সরকারী কাগজপত্রে যাহাকে "আহরার-আহমদিয়া বিরোধ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, দেশ বিভাগের অনেক পূর্ব্ব হইতেই তাহা চলিয়া আসিতেছিল। এই বিরোধের ফলেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। এই বিরোধের মূলকারণ অনুধাবন করা দরকার। কিন্তু ইহাতে আপত্তি উঠে। বস্তুতঃ অ-আহমদী দলগুবি ইহাতে অসন্তুষ্ট হন। তাহারা বলেন যে, মীর্জ্জা গোলাম আহমদের অনুসরণকারীদের বেলায় বিশেষভাবে "আহ-মদীয়া" শব্দের প্রয়োগে অ-আহমদী দলগুলি আপত্তি করেন। তাঁহাদের মতে সকল মুছলমানই আহমদী। কারণ তাঁহারা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর অনুসারী এবং হজরত মোহাম্মদের অপর নাম আহমদ। মীর্জ্জা গোলাম আহমদের অনুসারীগণ অন্যায়ভাবে এই নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা মীর্জ্জা গোলাম আহমদকে নবী বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের বেলায় 'মুছলমান' শব্দ এবং আহমদিয়াদের মধ্যে যে কাদিয়ানী সম্প্রদায় মীর্জ্জা গোলাম আহমদকে নবী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাদের বেলায় আমরা "আহমদী", "কাদিয়ানী" অথবা "মীর্জ্জায়ী" শব্দ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছি।

আহরার জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দল। এই সব জাতীয়তাবাদী মুসলমান কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ১৯৩১ সালের ৪ঠা মে লাহোরের এক সভায় "মজলিসে আহরারই এছলাম" গঠন করে। কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেও কার্য্যতঃ তাহারা কংগ্রেসেরই নীতি অনুসরণ করিত। তাহারা পাকিস্তান পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী ছিল। আহরার-গণ তাহাদের প্রত্যেকটি বক্তৃতায় মোছলেম লীগ ও কায়েদে আজম সহ উহার সকল নেতার সমালোচনা করিত। কোন না কোন ভাবে আহমদীয়াদের বিরোধিতা করাই ছিল আহরারদের প্রধান কাজ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আহরারগণ একটু মুসকিলে পড়িল। নয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের আদর্শের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাহারা দমিবার পাত্র নয়। দল হিসাবে নয়া পরিবেশে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহারা পরবর্ত্তী কর্ম্মপন্থা বিবেচনা করিতে লাগিল এবং এই উদ্দেশ্যে আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে তাহাদের আন্দোলনকে জোরদার করিয়া তুলিল। ফলে আহরারদের হস্তে আহমদীয়াগণকে অত্যন্ত নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইল। এই সময়ে করেকটি হত্যাকাণ্ড এবং আহমদীয়া বিরোধী বিক্ষোভও অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫১ সনের ৭ই সেপ্টেম্বরের এক পত্রে পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর পাঞ্জাবের চীফ সেক্রেটারীকে আক্রমণাত্মক মজহাবী আন্দোলন কঠোর হস্তে দমনের ও এজন্য যে কোন আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেন। ১৯৫২ সালের ২রা জুলাই পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারী বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট আর এক দফা পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে বলা হয় যে, আহরার ও আহমদীয়াদের মধ্যে ধর্ম্মীয় মতবাদ সম্পর্কীয় বিরোধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে কোন কোন স্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার মনে করেন যে, এই পরিস্থিতির অবসান না হইলে উহার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হইবে। সুতরাং প্রাদেশিক সরকার সমূহকে নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন পাকিস্তান সরকারের ১৯৫১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বরের পত্রে বর্ণিত নীতি ও নির্দ্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করেন।

[১৬শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বয়ানুল-কুরআন (১)

পবিত্র কুরআনের সরল বঙ্গানুবাদ

মুমতায আহমদ
মুবল্লিগ সদর আঞ্জুমনে আহমদিয়া

কুরআন—আল্লার যে কালাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওছাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছে উহার নাম কুরআন।

কুরআন কারাআ ক্রিয়া হইতে জাত। ইহার অর্থ পঠিত, পঠনীয় ও পাঠ্য। হযরত জিব্রাইল ফিরিস্তা আল্লার কালাম বহন করিয়া আনিয়া হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সমীপে পাঠ করিয়াছিলেন, ইহা জ্ঞান পূর্ণ বিধায় মানুষের পাঠ করার উপযোগী, এবং ইহাতে মানবতার পূর্ণ বিকাশের উপাদান ও উপকরণ বিদ্যমান-হেতু মানব জাতির জন্য আল্লার মনোনীত পাঠ্য। এই জন্য ইহাকে কুরআন বলে।

কুরআন শব্দের অন্তে আলিফ ও নূন অক্ষর আধিক্য বাচক। সুতরাং কুরআনের অর্থ যাহা বহু মানুষে বহু বহু পাঠ করিবে।

কালামুল্লাহ—পবিত্র কুরআনই একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ যাহা কালামুল্লাহ নামে অভিহিত হইতে পারে। অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ ঐশী হইলেও কালামুল্লাহ নহে। কারণ ঐগুলিতে মানবীয় কথা সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শুধু পবিত্র কুরআনে আলিফ হইতে য়া, বিছমিল্লাহ হইতে ওয়াছ পর্য্যন্ত প্রতিটি বর্ণ, শব্দ ও বাক্য আল্লার কালাম বিশুদ্ধভাবে বিদ্যমান আছে।

এই কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত এক আকারেই রহিয়াছে। ইহার কোন শব্দ হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই, ইহার কোন হুকুম পালন করার অযোগ্য হইয়া যায় নাই, ইহার কোন আয়াত মনছুখ নহে। প্রত্যেক যবর যের সুরক্ষিত, প্রত্যেক হরকত ও অক্ফ (শব্দগতি ও শব্দস্থিতি) অবিকল। অতএব ইহা ব্যতীত এমন কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ নাই যাহার প্রত্যেকটি হুকুমই মানবীয় সংমিশ্রণের সন্দেহ হইতে মুক্ত বলিয়া তাহাকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে যাত্রা পথের আলোরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় মুসলমানগণ এই মহা মূল্যবান গ্রন্থকে ভুলিয়া গিয়াছে। উহাকে ত্যাগ করিয়া তাহারা নানাবিধ কিতাবের প্রতি অভিমুখী হইয়া পড়িয়াছে। আল্লার স্থানে নিজেদের মনগড়া নেতাদের পশ্চাতে চলিতেছে।

আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান ইমাম খলীফাতুল মছীহ হযরত মির্জ্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (আইয়্যাদাহুল্লাহুতাআলা) ছুরা ফাতেহা, ছুরা বকরার প্রথম নয় রুকু, ছুরা ইউনুছ হইতে ছুরা কাহাফ পর্য্যন্ত এবং শেষ ছয় ছুরা ব্যতীত সমগ্র আমপারার তফছীর বিশদভাবে অভিনবরূপে লিখিয়াছেন। যাহারা আরবী জানেন না, অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কালামুল্লার প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ পান না অথবা যাহাদের হৃদয়ে ইহার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় না তাহারা এই তফছীর দ্বারা কালামুল্লাহ বুঝিবার বিশেষ সুযোগ পাইবেন।

আল্লাহ যেন তাঁহার এই অনুপম সাধনাকে কবুল করেন। এই তফছীরের মধ্যবর্ত্তিতায় পবিত্র কুরআনের জ্ঞানরাশিকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীনভাবে সঞ্জীবিত করেন এবং তাঁহাকে এই তফছীর সম্পূর্ণ করার শক্তি ও সুযোগ দান করেন। আমীন।

কালামুল্লার বিষয়বস্তু—মানব জাতিকে খেলাফতে এলাহীয়া বা খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব নামক উন্নতির উচ্চতম স্তরে পৌছাইয়া দেওয়াই কালামুল্লার বিষয়বস্তু এবং ইহাই মানব সৃজনের উদ্দেশ্য।

"নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি নিযুক্ত করিব।" উক্ত স্তরে উন্নীত হওয়ার যে যে উপাদান ও উপকরণের আবশ্যক সে সমস্তের বর্ণনা এই কিতাবে বিস্তারিতরূপে বিদ্যমান আছে।

"এবং নিশ্চয় আমরা তোমার উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করিয়াছি। উহাতে প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ বিবৃতি রহিয়াছে।"

প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

এই খেলাফতে এলাহীয়ার চরম ও পরম বিকাশ মকামে মাহমুদ এবং ইহাই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রেরিতত্বের বৈশিষ্ট্য।

"অচিরেই তোমার প্রভু তোমাকে মকামে মাহমুদে উন্নিত করিবেন।"

কালামুল্লাহ বুঝিবার উপায়—নিম্নলিখিত সনদ সাহায্যে আমরা পবিত্র কুরআনের অর্থ নিঃসন্দেহভাবে বুঝিতে সক্ষম।

১। কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনের দ্বারা অর্থাৎ ব্যাখ্যার প্রমাণ সমূহ কুরআন হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ কুরআনের দাবী যে সে নিজেই ব্যাখ্যা করে।

"এই মহাগ্রন্থ কুরআন, ইহার বাক্যগুলিকে চিরপালনীয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং আরও ঐগুলিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে (এবং ইহা) প্রজ্ঞাময় সম্যক অবগত আল্লার নিকট হইতে (সমাগত হইয়াছে)।" (হুদ)

সুতরাং কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা যাহা অন্যান্য আয়াতের বিপরীত হইবে নিশ্চয় তাহা বাতিল কদর্থ।

২। নবী করীম (দঃ)এর ব্যাখ্যা অর্থাৎ বিশুদ্ধ ছনদের সহিত যাহা নবী করীম (দঃ) এর ব্যাখ্যা বলিয়া বর্ণিত।

৩। ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা অর্থাৎ বিশুদ্ধ ছনদের সহিত যাহা ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা বলিয়া বর্ণিত। যেহেতু তাঁহারা সরাসরিভাবে নবী করীম (দঃ) এর আধ্যাত্মিক পবিত্রতা দ্বারা কল্যাণ মণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের বিশুদ্ধ হৃদয়গুলি রুহুল কুদ্'ছ দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত ছিল।

"আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ে ঈমানকে লিখিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে রুহুল কুদ্'ছ (পবিত্র আত্মা) দ্বারা সাহায্য দান করিয়াছেন।" (মুজাদালা)

৪। গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পাঠকালে বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিগণের পবিত্র হৃদয়ের উপর যে সমস্ত তত্ত্ব প্রতিভাত হয়

"যাহাদের হৃদয় পবিত্র করা গিয়াছে তাহারা ব্যতীত উহা (তত্ত্ব জ্ঞান) অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না।"

৫। ওহীপ্রাপ্ত মুহদ্দছ এবং খোদার মামুর (প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত) ব্যক্তিগণকে ওহী, এলহাম অথবা মুকাশাফা (জাগ্রত স্বপ্ন) দ্বারা যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়।

৬। আরবী ভাষার অভিধান। কারণ আরবী ভাষার অভিধান সমূহ অনুসন্ধান করিলে প্রচুর অজ্ঞাত রহস্য ও কুরআনের তত্ত্ব সমূহ প্রকাশিত হয়।

৭। আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্ব সমূহের অবগতির জন্য আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক জগতের বস্তু সকলের নেযাম ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুধাবন করা এবং উহাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও সম্বন্ধের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা।

"নিশ্চয় আকাশ মণ্ডলি ও পৃথিবীর সৃজনে দিবা ও রাত্রির আবর্ত্তনে, ধীমানগণের জন্য অনেক নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শয়ন করিয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন সম্বন্ধে চিন্তা করে, (তাহারা বলে), 'হে আমাদের প্রভু! তুমি এইগুলিকে অযথা সৃষ্টি কর নাই।'

———

আমি (সর্ব্বগুণাকর) আল্লার নিকট বিতাড়িত শয়তানের অপকার হইতে আশ্রয় চাহিতেছি (যেন কুরআনের কদর্থ করার বা প্রকৃত ধর্ম্ম উপলব্ধি না করার অমঙ্গল হইতে বাঁচাইয়া রাখেন। ১

ছুরা ফাতিহা উহা মক্কায় অবতীর্ণ ২

বিছমিল্লাহ সহ ইহাতে সাতটি আয়াত রহিয়াছে।

১। অযাচিত অনন্ত করুনাকর পুনঃ পুনঃ পরম দয়াকর আল্লার নাম লইয়া (কুরআন পাঠ করিতেছি) ৩

২। সকল (প্রকার) প্রশংসা আল্লার জন্য যিনি সর্ব্ব জগতের প্রতিপালক। ৪

৩। (যিনি) অযাচিত অনন্ত করুণাকর পুনঃ পুনঃ পরম দয়াকর।

৪। (যিনি ইহ পরকালের) বিচার সময়ের অধিপতি। ৫

৫। (হে বর্ণিত গুণশালী আল্লাহ) আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করিতেছি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য চাহিতেছি। ৬

৬। তুমি আমাদিগকে সরল পথে চালাও। ৭

৭। উহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি নিয়ামত দান করিয়াছ (উহাদের পথে) যাহাদের উপরে (পরবর্ত্তী কালে তোমায়) গযব পড়ে নাই এবং যাহারা বিপথগামী হয় নাই। ৮

কোরআন হইতে কিঞ্চিৎ

১। কোরআন করীমের প্রথম সূরা

[পূর্ব্বানুবর্ত্তি (২)]

কোরআন করীমে ছয় বার আছে, "আল-হামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন—যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বপতি আল্লার" (১ : ১, ৬ : ৪৫, ১০ : ১০, ৩৭ : ১৮২, ৩৯ : ৭৫ এবং ৪০ : ৬৫) ; এবং বহু স্থানে বলা হইয়াছে 'আলহামদু-লিল্লাহ,' 'অলিল্লাহিল-হামদ' এবং 'ফালিল্লাহিল-হামদ' !

বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা দ্বিরুক্তি দোষ মনে হইতে পারে। এই সমুদায় স্থান তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে কোরআন দ্বিরুক্তি করে নাই ; বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই সত্য উপস্থাপিত করিয়াছে। কোরআনে একই কথা বার বার বলার এই কারণ স্বয়ং কোরআনই বলিয়া দিয়াছে (১৭ : ৪১, ৮৯ ; ১৮ : ৫৪ ; ২০ : ১১১ এবং ৪৬ : ২৭)।

"যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বপতি আল্লার,—এই সত্য বুঝিতে মানুষ বহু ভুল করিয়াছে, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের কারণে। এই কারণে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই সত্য উপস্থাপিত করা অপরিহার্য্য ছিল। কোরআন ইহাই করিয়াছে। কোরআনের এই সমুদায় স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এই সত্য বুঝিতে ভুল করিবার আদৌ কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না।

মানুষ বড় লোকের নিকটে প্রশংসাপত্র চায়, সমাজের প্রশংসা চায়, তাহার স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির সুবিধার জন্য। বিশ্বপতি আল্লাহ অবশ্যই তদ্রূপ কোনও উদ্দেশ্যে মানুষ বা ফেরেস্তার নিকটে প্রশংসা চান না। তিনি বেনিয়াজ ; তাঁহার কোন কিছুর অভাব নাই।

বিশ্বপরিচালনের রীতি জানা, বুঝা ও তদনুযায়ী চলার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক সব ক্ষেত্রেই এই কথা সমানভাবে প্রজোয্য। ভৌতিক বিধান পালন কর ; ভৌতিক সুখ সম্পদের অধিকারী হইবে। আত্মিক বিধান পালন কর ; আত্মিক সুখ পাইবে। উভয় বিধান মানিয়া চল ; উভয় সুখ পাইবে।

"প্রভো, মঙ্গল দাও আমাদিগকে ইহকালে এবং পরকালে।"

বিশ্বপতির প্রশংসা করা অর্থ তাঁহার কল্যাণ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা (৭ : ৪৩, ১৪ : ৩৯ ইত্যাদি আয়াত দেখুন) ; এবং ভবিষ্যতের কল্যাণ সুনিশ্চিত জানিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করা (২৭ : ৯৩, ২৮ : ৭০ ইত্যাতি)।

খোদার বিরুদ্ধে বহু লোকে বহু অভিযোগ করিয়াছে এবং খোদা-বিশ্বাসী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই সমুদায় অভিযোগ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পারসিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, খোদা একজন নহেন ; দুইজন—ইজদান ও অহরমন। 'ইজদান' মঙ্গলময় এবং যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী ; 'অহরমন' অমঙ্গলময় এবং যাবতীয় নিন্দার পাত্র।

ভারতের পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার একই খোদার কাজ নহে ; এই তিন কাজের জন্য তিনজন স্বতন্ত্র খোদা আছেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

খোদা একাধিক হইলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ও সংঘর্ষের ফলে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য্য হইত। (সূরা আম্বিয়া, আ ২২)।

এক খোদা অপর খোদার বিরোধী কাজ করিবেন। তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ না হইয়া পারে কিরূপে ? এক খোদা বর দিবেন, চিরজীবী হও ; অপর খোদা অভিসম্পাত করিবেন, তোমার নির্ব্বংশ হউক ; বাস্তব জগতে ঘটিবে ইহার কোনটা ? ফল কথা, খোদা একাধিক হইলে তিনি প্রশংসার যোগ্য থাকেন না।

আল্লার করুণা ও ন্যায়পরায়ণতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে পাদরীগণ যীশুর 'প্রায়শ্চিত্তবাদ' প্রচার করিয়াছেন। তাহারা বলেন, আদি পুরুষ আদম পাপ করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে এই পাপ প্রত্যেক মানুষই পাইয়াছে। এই আদি পাপ হইতে মুক্ত হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে পাপের শাস্তি না দেওয়া অন্যায়। সুতরাং মানুষের প্রতি সদয় হইয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে ঈশ্বর স্বীয় একমাত্র জাত পুত্র যীশুকে ক্রুশে বলি দিলেন। কারণ একমাত্র যীশুই ছিলেন নিষ্পাপ এবং প্রায়শ্চিত্ত হওয়ার উপযোগী। যীশুতে বিশ্বাসী হও ; এই পাপ হইতে মুক্তি পাইবে।

এই মতবাদে আল্লার করুণা বা ন্যায়পরায়ণতা কোনটাই প্রমাণিত হয় না। পাপীদিগকে ক্ষমা করা অবশ্যই করুণা। ঈশ্বর তাহা করেন নাই। পাপীদের বদলে তিনি নিষ্পাপ যীশুকে বলি দিয়াছেন। ইহা যীশুর প্রতি অবিচার ও নিষ্ঠুরতা বই আর কিছু নহে।

আল্লাহকে পক্ষপাতিত্ব দোষ মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ জন্মান্তরবাদ প্রচার করিয়াছেন।

সকল মানুষ সমান অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে না। কেহ জন্মে রাজপ্রাসাদে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ; কেহ জন্মে দরিদ্রের কুটিরে, অভাব অনটনের মধ্যে ; কেহ জন্মে সুস্থ, সবল ও পূর্ণ দেহ লইয়া ; কেহ জন্মে কাণা খোড়া বা রুগ্ন অবস্থায়।

জন্মান্তরবাদীদের মতে পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্য এই পার্থক্যের কারণ। পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে তুমি জন্মান্ধ। পূর্ব্ব জন্মে যারা তোমার চেয়ে বেশী পাপ করিয়াছিল, তাহারা গরু, ঘোড়া, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদিরূপে জন্মিয়াছে। সাবধান, এ জীবনে পাপ করিও না।

এই মতবাদেও আল্লার প্রশংসা হয় না। জন্মান্ধ জানে না যে কোন পাপের ফলে সে জন্মান্ধ হইয়াছে। অপরাধ না জানাইয়া অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার সার্থকতা কি ? যে পাপে সে জন্মান্ধ হইয়াছে, সে যে আবার তাহাই বা তদপেক্ষাও জঘন্যতর পাপ করিতেছে না তাহা সে বুঝিবে কিরূপে ?

বৈচিত্র ও বৈষম্য সৃষ্টির অপরিহার্য্য অঙ্গ। জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই বৈচিত্র ও বৈষম্য বজায় রাখিবার জন্য আল্লাহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাপ পুণ্য করিতে মানুষকে বাধ্য করেন।

দরিদ্রের সংখ্যা সব সময়ই বেশী। সন্তান সন্ততির সংখ্যাও দরিদ্রদেরই বেশী। খোদাই কি এত অধিক লোককে দরিদ্র হওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাপ করিতে বাধ্য করিতেছেন ?

হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ জন্মান্তরবাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন কিরূপে ? জাতিস্মর বালিকা বা পূর্ব্বজন্মজ্ঞ সাধুদের কথার সপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি আছে ?

কথিত আছে, জনৈক পূর্ব্বজন্মজ্ঞ সাধু কৌতূহলী লোকদিগকে তাহাদের পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ শুনাইয়া বেশ বাহবা পাইতেছিলেন। একদিন কোন চতুর ব্যক্তি সাধুর নিকট স্বীয় পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস শুনিতে চাহিলেন। সাধু যথাঅভ্যাস শুনাইলেন। সাধুর বক্তব্য শেষ হইলে ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আপনি তিনটি ভুল করিয়াছেন ; আসল ঘটনাগুলি ঐরূপ নহে, এইরূপ। সাধু প্রশ্ন করিলেন, আমার কথা যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ কি ? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আপনার কথা যে ঠিক, তারইবা প্রমাণ কি ?

ফল কথা, জন্মান্তরবাদ উর্ব্বর মস্তিষ্কের উর্ব্বর কল্পনা বই আর কিছুই নহে।

আল্লার প্রশংসনীয়তার বিরুদ্ধে যাবতীয় আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে সূরা ফাতেহায় বিশ্বপতি আল্লাহকে 'রহমান' 'রহীম' ও 'মালিকে ইয়াওমিদ্দীন' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে।

'রহমান' ও 'রহীম' বিশেষণ দুইটির ব্যাখ্যা 'বিসমিল্লার' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

বিশ্বের স্থিতি ও প্রগতির জন্য যখন যেখানে যাহা কিছু আবশ্যক, 'রহমান' ঠিক তখন সেখানে তাহার সংস্থান করেন। "রহমানের সৃষ্টির কোথাও কোনরূপ অসামঞ্জস্য পাইবে না" (সূরা মুলক, আ ৩)।

'রহমানের' দেওয়া শক্তি, সুযোগ ও উপকরণের সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত ফল দেন 'রহীম'। রহীম কাহাকেও বেগার খাটান না। তাঁহার রাজ্যে পক্ষপাতিত্ব নাই, প্রবঞ্চনা নাই।

রহমানের দেওয়া মূলধন অসংখ্য। এই সমুদায়ের সদ্ব্যবহারের জন্য রহীমের নির্দ্ধারিত বিধানও অসংখ্য। ইহা জানা, বুঝা এবং তদনুযায়ী কাজ করা সহজ ব্যাপার নহে। এত বড় বোঝা উঠান মানুষের সাধ্যাতীত। রহমান ইহা সম্ভব করিয়া দিয়াছেন দুইটি ব্যবস্থা করিয়া।

বায়ু প্রভৃতি যাহা অবিলম্বে আবশ্যক, তাহা তিনি বিনা মূল্যে অযাচিতভাবে দান করিয়াছেন। জল প্রভৃতি যাহা কিঞ্চিৎ বিলম্বে পাইলেও চলে, তাহা তিনি কিঞ্চিৎ শ্রমসাপেক্ষ করিয়াছেন। আর যাহা জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক নহে, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জনের জন্য আবশ্যক, তাহা অধিক শ্রমসাপেক্ষ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ যাহা আবশ্যক অথচ চেষ্টা করিয়া জানা সম্ভব নহে অথবা সম্ভব হইলেও মারাত্মক ভুল হইতে পারে, রহমান স্বয়ং তাহা জানাইয়া দেন ওয়াহী-ইলহাম বা ঐশীবাণীর সাহায্যে।

"যাবতীয় প্রশংসা আল্লার, যিনি আমাদিগকে এই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ দেখাইয়া না দিলে এই পথ আমরা পাইতাম না" (আরাফ, আ ৪৩)।

"ইন্দ্রিয় তাঁহাকে ধরিতে পারে না; তিনি ইন্দ্রিয়কে ধরা দেন। তিনি সূক্ষ্ম, জ্ঞাত" (আনয়াম, আ ১০৩)।

ওয়াহী-ইলহাম বা ঐশীবাণীবাদ সম্বন্ধে বহু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকে ঐশীবাণীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। অনেকে বলে, অতীতে ঐশীবাণী হইত; এখন হয় না এবং ভবিষ্যতেও হইবে না।

যাহারা ঐশীবাণী পায় না বা ঐশীবাণীপ্রাপ্ত লোকদের সংস্পর্শে আসে নাই, তাহারাই এই দুই উক্তি করে। ইহাদের কথা অন্ধের অনুমানেরই তুল্য। চন্দ্রের উদয় অস্তের সাক্ষ্য অন্ধের নিকট হইতে কে গ্রহণ করিবে? আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন, "অন্য সব কিছুর পরিসমাপ্তি সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু ঐশীবাণীর পরিসমাপ্তি সম্ভব নহে। ইহা ধর্ম্মের জীবন। যে ধর্ম্মে ঐশীবাণী নাই, উহা মৃত।" (কিস্তিয়ে নূহ, পৃ—২২)

অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা সামাজিক দুর্বৃত্তের উৎপাত অনেক সময় ব্যর্থতার কারণ। বিশ্বপতি আল্লাহ ইহার ক্ষতিপূরণ করেন তাঁহার "মাআলিকে ইয়াওমিদ্দীন" গুণে।

"অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব কিঞ্চিৎ আশঙ্কা, অনাহার এবং ধন জন ও ফসলের ক্ষতির মধ্যে ফেলিয়া। তবে সুসংবাদ দাও সেই ধৈর্য্যশীলদিগকে, বিপদগ্রস্ত হইয়া যাহারা বলে—আমরা অবশ্যই আল্লার এবং তাঁহার দিকেই আমরা ফিরিয়া যাইব। তাহারা তাহাদের প্রভুর আশীষ ও কৃপাভাজন। তাহাদিগকে পথ দেখান হইবে।" (২ : ১৫৫—৫৭)।

মালিক, মাআলিক ও মালাক একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন তিনটি শব্দ। মালাক অর্থ ফেরেস্তা; মালিক অর্থ রাজা বা শাসনকর্ত্তা; এবং মাআলিক অর্থ সত্ত্বান, যথেচ্ছা ব্যবহারে অধিকারী ব্যক্তি, প্রভু।

বিশ্বপতি আল্লাহ মাআলিক। ত্রুটির জন্য তিনি ক্ষমা করিতে পারেন। পার্থিব ক্ষমাকারীর সকল সময় ক্ষমা করার অধিকার থাকে না। আল্লাহ মাআলিক। এ অধিকার তাঁহার পূর্ণমাত্রায় আছে।

"হে আমার সেই দাসগণ—যাহারা তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করিয়াছে,—আল্লার

আমার শিক্ষা (২)

খোদা এক পরম সম্পদ। তাঁহাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দাও, পদে পদে তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই নও; তোমাদের উপকরণ এবং তোমাদের চেষ্টাও কিছুই নহে। তোমরা অপর জাতিগণের অনুকরণ করিও না। তাহারা উপকরণকেই সব কিছু মনে করে।

অনুগ্রহপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ হইও না। আল্লাহ অবশ্য (তোমাদের মানবস্বভাব সুলভ) যাবতীয় ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, কৃপালু" (৩৯ : ৫৩)।

দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা করিয়া প্রজার সম্পত্তি দখলের অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই আছে। এ অধিকার বিশ্বের প্রভু আল্লার অবশ্যই বহু গুণ বেশী আছে। পার্থিব রাষ্ট্র সব সময় সন্তোষদায়ক ক্ষতিপূরণ দিতে সক্ষম নহে। বিশ্বপতি আল্লাহ সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দিতে সক্ষম।

"এবং পরিমাপ সেই দিন সঠিক হইবে। যাহাদের ওজন বেশী হইবে তাহারা সফলতা লাভ করিবে এবং যাহাদের ওজন হাল্কা হইবে, আমাদের নিদর্শন অগ্রাহ্য করার ঔদ্ধত্যের কারণে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে" (৭ : ৮—১)

ইয়াওম অর্থ দিন, সময়। আল-ইয়াওম অর্থ এখন। 'দ্বীন' অর্থ প্রতিদান, হিসাব-নিকাশ, বিচার, শরীয়ত বা ধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, আনুগত্য, তদবীর, প্রভুত্ব বিজয়, অবস্থা, বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক অবস্থা, অভ্যাস, চরিত্র।

তফসীরকারগণ 'মাআলিকে ইয়াওমিদ্দীনের' অর্থ করিয়াছেন—কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিনের প্রভু। আহমদীয়া জামাতের ইমাম হজরত মীর্জ্জা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেব তৎপ্রণীত তফসীর কারীরে বলেন, 'দ্বীন' শব্দের বিভিন্ন আভিধানিক অর্থের মধ্যে মাত্র একটিকে গ্রহণ করিয়া এই অর্থ করা হইয়া থাকে। এ অর্থ অবশ্যই নির্ভুল। তবে বিভিন্ন আভিধানিক অর্থের মধ্যে মাত্র একটি অর্থ গ্রহণ করিয়া এই আয়াতের অর্থগত ব্যাপকতাকে অযথা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে।

কেয়ামতের দিন একমাত্র আল্লাই যে প্রভুত্ব করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই (সূরা ইনফিতার, আ ১৯)। তবে অন্য সময়ে যে তিনি প্রভুত্ব করেন না, তাহা নহে। পাপের প্রাবল্যের সময়ে রসুলের উদ্ভব, পার্থিব সহায়-সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও রসুলদিগের বিজয় লাভ ইত্যাদি বহু ব্যাপারে ইহলোকেই বার বার আল্লাহ তাঁহার প্রভুত্বের নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন।

'মাআলিক ইয়াওমিদ্দীনের' অনুবাদ "প্রতিদান বা কর্ম্মফল দানের সময়ের প্রভু" হওয়া অধিকতর সমীচীন। তিনি যথোপচিতভাবে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি দেন। এই অর্থ ইহলোক পরলোক সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

[কিস্তিয়ে নূহ হইতে (৩)]

সাপ মাটি খায়। তাহারা পার্থিব উপকরণরূপ মাটি খাইতেছে। শকুন কুকুরের ন্যায় তাহারা উপকরণ-রূপ মৃতদেহ কামড়াইয়া ধরিয়াছে। খোদাকে ছাড়িয়া তাহারা মানুষের পূজা করিতেছে। তাহারা শুকর খায় এবং মদ খাইয়া জলের পিপাসা মিটায়। উপকরণের প্রতিই তাহাদের আস্থা। তাহারা খোদার নিকটে শক্তি চায় না। এই কারণে তাহাদের আত্মিক মরণ ঘটিয়াছে। পাখী খাঁচা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তদ্রূপ স্বর্গীয় আত্মা তাহাদের হৃদয় মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সংসারাশক্তি এক প্রকারের কুষ্ঠ ব্যাধি। এই ব্যাধি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। ফলে তাহাদের আত্মিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খসিয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাধিকে তোমরা ভয় করিবে।

আমি তোমাদিগকে আবশ্যক উপকরণ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেছি না। খোদাই উপকরণদাতা। তাঁহাকে ভুলিয়া উপকরণের দাস হইতে নিষেধ করিতেছি। খোদাই একমাত্র সত্তা; আর কোন কিছুরই স্বয়ম্ভু সত্তা নাই। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার হাতখানাও তুমি বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত করিতে পার না। চোখ থাকিলে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। আত্মিক মৃত ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া হাসিবে। এই হাসির পূর্ব্বে মরণ হওয়াই তাহার জন্য শ্রেয়ঃ ছিল।

সাবধান, অপর জাতিগণের পার্থিব উন্নতি দেখিয়া তাহাদের অনুসরণ করিবার লোভ করিও না। মন দিয়া শুন এবং উপলব্ধি কর। তাহারা সেই খোদাকে জানে না যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। তাহারা যাহাকে খোদা মনে করে, তিনি একজন দুর্ব্বল মানুষ বই আর কিছু নহেন। এই কারণে তাহারা তাঁহাকে অবহেলা করে।

সাংসারিক কাজ বা শিল্প-বিজ্ঞান নিষেধ করিতেছি না। সংসারের কাজ ও শিল্পবিজ্ঞানকেই যাহারা সব কিছু মনে করে, তাহাদের অনুরূপ হইতে নিষেধ করিতেছি। সংসারের কাজ বা ধর্ম্মের কাজ যাহাই হউক না কেন, তোমাদের প্রত্যেক কাজে অবিরত খোদা হইতে শক্তি ও সুযোগ প্রার্থনা করিবে। অবশ্যই অধরের শুষ্ক প্রার্থনা নহে। কল্যাণ মাত্রই আকাশ হইতে আসে, সত্য সত্যই তোমাদের এই বিশ্বাস থাকা চাই। তবেই তোমরা সত্যিকার ধার্মিক হইতে পারিবে। প্রত্যেক কাজের সময়ে কাজে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে নিভৃতে খোদার হুজুরে মস্তক অবনত করিয়া প্রার্থনা করিবে, —ইলাহী, সমস্যায় পরিয়াছি; কৃপা করিয়া ইহার সমাধান করিয়া দাও। এইরূপ করিলে তোমরা 'পবিত্র আত্মার' সাহায্য পাইবে এবং অপ্রত্যাশিত-ভাবে তোমাদের জন্য পথ উন্মুক্ত হইবে।

তোমরা নিজ নিজ আত্মার প্রতি সদয় হও। উপকরণের প্রতিই যাহাদের ষোল আনা ভরসা, যাহারা খোদার উপরে ভরসা করে না, এমন কি মুখে

ইনশা আল্লাহ কথাটাও উচ্চারণ করে না, তোমরা তাহাদের অনুসরণ করিও না।

খোদা তোমাদের চোখ খুলিয়া দিন, যেন দেখিতে পাও যে তিনিই যাবতীয় প্রচেষ্টার ভারবাহযষ্ট (Beam)। ভারবাহযষ্টি ব্যতীত ছাদ থাকিতে পারে না; ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং বহু লোকের জীবন নাশ হইতে পারে। খোদার সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদের প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। যদি তাঁহার সাহায্য না চাও, তাঁহার সাহায্য চাওয়া যদি তোমাদের জীবনের রীতি না কর, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তোমরা বিফল হইবে; এবং পরিণামে শোচনীয় ব্যর্থতা লইয়া মরিবে।

তোমাদের খোদা সর্ব্বগুণাকর এবং সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহাকে না জানিয়াও বহু জাতি উন্নতি করিতেছে, এইরূপ ধারণা করিও না। এই ধারণা অলীক। খোদাকে ছাড়ার কারণে তাহারা পরীক্ষায় পড়িয়াছে। সংসারের সুখের নেশায় যাহারা খোদাকে ভুলিয়া পার্থিব সম্পদ আহরণে মত্ত হয়, খোদা তাহাদিগকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। তিনি কখনবা তাহাদিগকে পার্থিব সম্পদে ধনী এবং আত্মিক সম্পদে নিঃস্ব করেন এবং কখনবা উভয় সম্পদেই বঞ্চিত করেন। পার্থিব সম্পদ এবং আত্মিক নিঃস্বতার মধ্যেই যাহাদের মৃত্যু ঘটে, তাহাদের পরিণাম দীর্ঘস্থায়ী নরক। ইহারা অহঙ্কারে মত্ত থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলনায় ইহাদের পরীক্ষাই ভীষণতর। বস্তুতঃ এতদুভয় শ্রেণীই অভিশপ্ত।

খোদাই প্রকৃত সুখের উৎস। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরবিদ্যমান। তাঁহাকে যাহারা জানে না, তাহারাই তাঁহার সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকিয়া সুখ পাওয়া সম্ভব কিরূপে? এই গূঢ় তত্ত্ব যে বুঝিতে পারিয়াছে, সে ধন্য। যে ইহা বুঝে নাই, সে ধ্বংসের সম্মুখীন।

জড়বাদী দার্শনিকের অনুসরণ করিও না। তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিও না। ইহা মূর্খতা। খোদার বাণী হইতেই সত্যিকার জ্ঞান পাওয়া যায়। জড়বাদের ভক্তগণ বিফল হইয়াছে। খোদার বাণী হইতে যাহারা জ্ঞানের সন্ধান করিয়াছেন, তাহারা সফল হইয়াছেন। মূর্খদের পথ অবলম্বন করিবে কেন? খোদাকে তাঁহার অজানা কথা শিখাইতে চাও কি? পথের সন্ধানে অন্ধের পিছনে ছুটিবে? মূঢ়গণ, যে নিজেই দেখেনা, সে তোমাদিগকে দেখাইবে কিরূপে?

প্রকৃত জ্ঞান আসে 'পবিত্র আত্মা' হইতে। তোমাদিগকে ইহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। 'পবিত্র আত্মা' তোমাদিগকে যে জ্ঞান দিবে, অন্যের পক্ষে তাহা পাওয়া সম্ভব নহে। অধ্যবসায়ের সহিত অনুসন্ধান কর, এই জ্ঞান পাইবে। তখন বুঝিতে পারিবে যে এই জ্ঞান অন্তরের সজীবতা দান করে, এবং বিশ্বাসকে নিশ্চয়তার মিনারে সমারূঢ় করে।

যে ব্যক্তি স্বয়ং পচা মাংস খাইতেছে, সে তোমাকে তাজা মাংস দিবে কিরূপে? যে ব্যক্তি নিজেই দেখিতে পায় না, সে তোমাকে দেখাইবে কিরূপে? অনাবিল জ্ঞানমাত্রই আসে আকাশ হইতে। যাহাদের আত্মা আকাশের দিকে ধাবিত হয়, তাহারাই অনাবিল জ্ঞানের অধিকারী। সংসারাসক্ত লোকদের নিকটে তোমরা কিসের সন্ধান কর? যে ব্যক্তি নিজেই নিশ্চিত হইতে পারে নাই, সে তোমাকে নিশ্চিত করিবে কিরূপে? পবিত্র হৃদয় চাই। অধ্যবসায় ও অনাবিল সাধনা চাই। তবেই তোমরা এই জ্ঞান পাইবে।

মনে করিও না যে, খোদার বাণী অতীতে শেষ হইয়াছে, ভবিষ্যতে আর হইবে না*; 'পবিত্র আত্মা' অতীতে আসিতেন, এখন আসেন না। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই কহিতেছি, প্রত্যেক দ্বারই রুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু 'পবিত্র আত্মার' অবতরণ দ্বার কখনও রুদ্ধ হইতে পারে না। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত কর; পবিত্র আত্মার কিরণ উহাতে প্রবেশ করিবে। বিবেকের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া তোমরাই দূরে থাক। হে মূঢ়, ওঠ, জানালা খুলিয়া দে; সূর্য্যের কিরণ স্বতই প্রবেশ করিবে।

এ যুগে খোদা তাঁহার ভৌতিক দান কম করেন নাই; বেশী করিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক দানের যথেষ্ট আবশ্যকতা এ যুগেও রহিয়াছে। অতএব তোমরা কিরূপে মনে করিতে পার যে ইহা হইতে তিনি তোমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন? নিশ্চয়ই তিনি বঞ্চিত করেন নাই; বরং বেশী দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতীতের যাবতীয় কল্যাণ দিবেন বলিয়া সূরা ফাতেহায় খোদা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী তিনি এখন তোমাদের জন্য যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। ইহা প্রত্যাখ্যান করিতেছ কেন? এই উৎসের পিপাসু হও, জল স্বতই প্রবাহিত হইয়া আসিবে। এই দুধের জন্য শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাক, স্তন হইতে দুধ স্বতই বহিয়া আসিবে। অনুগ্রহ ভাজন হও, অনুগ্রহ পাইবে। অস্থির হও, শান্তনা পাইবে। লুণ্ঠিত হইয়া চীৎকার করিতে থাক, একখানা হাত তোমাকে উঠাইবে।

খোদাপ্রাপ্তির পথ বড়ই কঠিন। তবে যে ব্যক্তি মরণ-কূপের অতল গহ্বরে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত, তাহার জন্য ইহা সহজ করা হয়। স্বীয় প্রেমাস্পদের জন্য সে আগুনে পুড়িতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু যখন আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন দেখিতে পায় যে এই আগুন আগুন নহে, নন্দন কানন।

*কোরআন শরীফে শরীয়ত শেষ হইয়াছে; 'ওয়াহী' শেষ হয় নাই। 'ওয়াহী' ধর্ম্মের প্রাণ-বস্তু। যে ধর্ম্মে 'ওয়াহী-ইলহামের সিলসিলা' নাই—ক্রমাগত ঐশীবাণী হইতে থাকে না, উহা মৃত ধর্ম্ম; খোদা উহার সমর্থক নহেন।

"এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যাহার উপরে উহা (নরক) আপতিত হইবে না" (মরিয়ম আ ৭১)—খোদার উক্তি ইহাই বলে। অর্থাৎ হে সাধু এবং অসাধুগণ, তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যাহাকে জাহান্নামের আগুন পার হইতে হইবে না। তবে খোদাকে পাইবার উদ্দেশ্যে যাহারা আগুনে প্রবেশ করিবে, তাহারা আগুন হইতে মুক্তি পাইবে। পক্ষান্তরে যাহারা ইন্দ্রিয় সেবার আগুনে প্রবেশ করিবে, আগুন তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিবে। খোদাকে পাইবার জন্য যে ব্যক্তি স্বীয় ইন্দ্রিয় লালসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে বড়ই ভাগ্যবান। ইন্দ্রিয় লালসার কারণে যে ব্যক্তি খোদার সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করে, সে বড়ই হতভাগ্য। ইন্দ্রিয়ের দাসগণ খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে। স্বর্গরাজ্যে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

চেষ্টা কর, কোরআন শরীফের একটি বিন্দুও যেন তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয়। অন্যথা, অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। ক্ষুদ্রতম পাপও শাস্তি হইবে। সময় অল্প, কাজ অনেক। দ্রুত চল, কেননা সন্ধ্যা নিকটে। যাহা কিছু উপস্থিত করিতে চাও, উত্তমরূপে দেখিয়া লও। শাহী দরবারে যেন পচা মাল বা জাল টাকা পেশ না কর; অথবা কোন কিছু ফেলিয়া যাওয়ার কারণে যেন অপদস্থ না হও।

শুনিতে পাই, তোমাদের কেহ কেহ হাদীস অগ্রাহ্য করে। যদি কেহ এইরূপ করে, সে মারাত্মক ভুল করিতেছে। এই আমি শিক্ষা দেই নাই। আমার শিক্ষা এই যে তোমাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য খোদা তিনটি জিনিষ দিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম জিনিষ কোরআন*।

কোরআন শরীফে আল্লার একত্ব ও মহিমা বর্ণিত হইয়াছে; ইহুদী খৃষ্টানদিগের মতভেদ মীমাংসা করা হইয়াছে (যথা, ক্রুশে নিহত হইয়া মরিয়ম পুত্র ঈসার অভিশপ্ত হওয়া, অন্য নবীদের ন্যায় তাঁহার স্বর্গগতি না হওয়া সম্বন্ধে ইহুদি ও খৃষ্টানদের ভুল ধারণা এবং মতবৈষম্য); এবং খোদা ব্যতীত অপর সব কিছুর উপাসনা নিষেধ করা হইয়াছে,—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, উপকরণ বা ইন্দ্রিয় লালসা যাহাই হউক না কেন।

*দ্বিতীয় জিনিস সুন্নাৎ, অর্থাৎ আঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লামের কাজ; স্বয়ং তিনি যাহা করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা, তিনি নামাজ পড়িয়া দেখাইয়াছেন যে নামাজ কিরূপে পড়িতে হয়; রোজা পালন করিয়া দেখাইয়াছেন কিরূপে রোজা করিতে হয়। খোদার কথাকে কাজে পরিণত করিবার জন্য আঁ হজরত যাহা করিয়াছিলেন তাহাই সুন্নাৎ।

তৃতীয় জিনিস আঁ হজরতের পরবর্ত্তী কালে সংগ্রহ করা তাঁহার উক্তি বা হাদীস। হাদীসের মর্য্যাদা কোরআন ও সুন্নাতের নিম্নে। অধিকাংশ হাদীসই অনুমানসিদ্ধ। যে হাদীসের সপক্ষে সুন্নাৎ পাওয়া যায়, শুধু তাহাই নিশ্চিত।

সাবধান, কোরআনের বিপরীত এক পদও অগ্রসর হইও না। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই কহিতেছি, কোরআনের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশও যে ব্যক্তি অবহেলা করে, নিজের হাতেই সে তাহার মুক্তির পথ রুদ্ধ করে। কোরআন সত্যিকার মুক্তির যাবতীয় পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। অন্য যাবতীয় গ্রন্থ কোরআনেরই ছায়া। অভিনিবেশ সহকারে কোরআন পাঠ করিবে এবং উহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুপম প্রেম রাখিবে।

খোদা আমাকে বলিয়াছেন—"যাবতীয় কল্যাণ কোরআনে নিহিত আছে"।

আক্ষেপ তাহাদের জন্য, যাহারা অন্য গ্রন্থকে বেশী গুরুত্ব দান করে। কোরআন কল্যাণ ও মুক্তির উৎস। এমন কোন ধর্ম্মীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নাই যাহা কোরআনে বর্ণিত হয় নাই। কেয়ামতের দিন তোমাদের ঈমানের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোরআনই সাক্ষ্য দিবে। আকাশের নিম্নে আর কোন গ্রন্থ নাই, কোরআনের সহযোগীতা ব্যতিরেকেই যাহা তোমাদিগকে পথ দেখাইতে পারে। কোরআনের ন্যায় গ্রন্থ দান করিয়া খোদা তোমাদের পরম কল্যাণ করিয়াছেন।

আমি সত্য সত্যই কহিতেছি, এই গ্রন্থ যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহাদের পতন হইত না; যদি ইহুদী জাতিকে দেওয়া হইত, তাহাদের কোন কোন সম্প্রদায় পরকালের অস্তিত্ব অস্বীকার করিত না। কোরআন অমূল্য ধন। কোরআন বড়ই প্রিয় সম্পদ। এই সম্পদের কদর কর। কোরআন না আসিলে জগৎ হইত একটা পচা ও দুর্গন্ধ মৃতদেহ। কোরআনের তুলনায় অপর যাবতীয় গ্রন্থই তুচ্ছ।

ইঞ্জিলের বাহক 'পবিত্র আত্মা' প্রকাশমান হইয়াছিলেন কপোতরূপে। কপোত একটা দুর্ব্বল পাখী। বিড়ালেও ইহা স্বীকার করিতে পারে। এই দুর্ব্বল পাখী খৃষ্টধর্ম্ম ভীতি। এই কারণেই খৃষ্টধর্ম্ম ক্রমাগত দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং আত্মিক শক্তি হারাইয়া ফেলে।

কোরআনের বাহক 'পবিত্র আত্মা' প্রকাশমান হইয়াছিলেন ভূতল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত বিরাট পুরুষের আকারে। কত ব্যবধান এই বিরাট পুরুষ এবং কপোতের মধ্যে। কোরআন শরীফেও ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

সপ্তাহ কাল মধ্যেই কোরআন মানুষকে পবিত্র করিতে পারে, যদি প্রকাশ্য বা গুপ্ত ব্যতিক্রম না করা হয়। কোরআন তোমাদিগকে নবীদিগের তুল্য করিতে পারে, যদি তোমরা ইচ্ছা করিয়া কোরআন হইতে দূরে না থাক। একমাত্র কোরআনই এই আশা দিয়াছে, এবং সূচনায়ই প্রার্থনা শিখাইয়াছে—"আমাদিগকে তোমার যাবতীয় কল্যাণ পাইবার পথ দেখাও, পূর্ব্ববর্ত্তী নবী, রসুল, সিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহদিগকে যে পথ দেখাইয়াছিলে"। .....

লক্ষ্য উচু কর। কোরআনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিও না। পূর্ব্ববর্ত্তিগণকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছিল, কোরআন তোমাদিগকে তৎসমুদায়ই দিতে চায়। ইসরাইল জাতির দেশ ও পবিত্র গৃহ তোমাদিগকে দেয় নাই কি? আজও ইহা তোমাদের হাতে রহিয়াছে। খোদা তোমাদিগকে ইসরাইল জাতির ভৌতিক সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। হে দুর্ব্বল বিশ্বাসী ভীরুগণ, তোমরা কি মনে কর যে তিনি তোমাদিগকে তাহাদের আত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী করিতে অক্ষম? তোমাদিগকে তিনি বেশী দিতে ইচ্ছা রাখেন। তিনি তোমাদিগকে তাহাদের যাবতীয় ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। কেয়ামত পর্য্যন্ত অপর কোন জাতিকেই তিনি তোমাদের উত্তরাধিকারী করিবেন না।

খোদা তোমাদিগকে তাঁহার 'ওয়াহী' এবং সম্ভাষণ ও সম্বোধন লাভের সম্পদ হইতে নিশ্চয়ই বঞ্চিত রাখিবেন না! তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তৎসমুদায় সম্পদই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

দুঃসাহস করিয়া যদি কেহ খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, 'ওয়াহী', ঐশী সম্ভাষণ ও সম্বোধন না পাইয়াও যদি পাইয়াছি বলে, খোদা ও তাঁহার ফেরেস্তাগণকে সাক্ষি করিয়া বলিতেছি, সে ধ্বংস হইবে। সে তাহার স্রষ্টার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে, সে প্রতারণা করে, সে দুঃসাহস এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। এই পরিস্থিতিকে ভয় করিবে। অভিশাপ তাহাদিগকে, যাহারা মিথ্যা স্বপ্ন রচনা করে এবং ঐশী সম্ভাষণ ও ঐশী সম্বোধন লাভ করিয়াছি বলিয়া মিথ্যা দাবী করে। তাহারা মনে করে, খোদা বলিয়া কেহই নাই। খোদার কঠোর দণ্ড তাহাদের উপর পড়িবে। সেই দুর্দ্দিন হইতে তাহাদের রেহাই নাই।

অধ্যবসায়, সত্যনিষ্ঠা, 'তাকওয়া' ও খোদা প্রেম বৃদ্ধি করিতে থাক। তোমাদের জীবনের সাধনা ইহাই হউক। খোদা তোমাদের যাহাকে পছন্দ করিবেন, তাহাকে স্বীয় সম্ভাষণ ও সম্বোধন লাভের গৌরব দান করিবেন। তোমরা ইহার আকাঙ্ক্ষা করিও না। আকাঙ্ক্ষা করিলে শয়তানের সম্ভাষণ আসিতে পারে। শয়তান অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। উপাসনা ও সেবায় তৎপর থাক। তোমাদের উদ্যম খোদার আদেশ পালনে নিযুক্ত হউক। ইলহাম পাইবার জন্য নহে, মুক্তির অধিকারী হইবার জন্য ঈমানের দৃঢ়তা কামনা কর।

কোরআন শরীফে তোমাদের জন্য বহু পবিত্র আদেশ রহিয়াছে। 'শিরক' সর্ব্বথা পরিহার করিবে। 'মুশরিক' মুক্তির উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন। মিথ্যা কথা বলিও না। ইহা শিরকের অংশ।

কোরআন ও ইঞ্জিল

ইঞ্জিলের ন্যায় কোরআন তোমাদিগকে এ কথা বলে না যে কামভাবে পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না; অন্যথা দেখিতে পার। কোরআন বলে, আদৌ পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না; সুদৃষ্টি কুদৃষ্টি কোনটাই নহে। ইহা পদস্খলনের কারণ হইতে পারে। পরনারী সামনে আসিলে চক্ষু অবনত রাখিবে। ছানি রোগের প্রথম অবস্থার দেখার ন্যায় বই তাহাদের অবয়ব সম্বন্ধে তোমাদের যেন স্পষ্ট ধারণা না জন্মে।

ইঞ্জিলের ন্যায় কোরআন তোমাদিগকে এ কথা বলে না যে মদ খাইয়া মাতাল হইও না'। কোরআন বলে, আদৌ মদ খাইও না। মদ্য পান করিলে খোদা তোমাদিগকে পথ দেখাইবেন না; তোমাদের সহিত বাক্যালাপ করিবেন না; তোমাদের অনাচার দূর করিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, মদ শয়তানের আবিষ্কার; মদ হইতে দূরে থাক।

ইঞ্জিলের ন্যায় কোরআন তোমাদিগকে শুধু এই কথাই বলে না যে ভাইদের প্রতি অযথা ক্রোধ করিও না। কোরআন বলে, নিজের ক্রোধ সংবরণ কর এবং অপরকেও তদ্রূপ করিতে উপদেশ দাও। "একে অন্যকে দয়া দেখাইবার উপদেশ দাও" (৯০ : ১৭),—এই আদেশ অনুসারে তুমি নিজে দয়া কর এবং অপরকেও দয়া করিতে উপদেশ দাও।

ইঞ্জিলের ন্যায় কোরআন তোমাদিগকে এ কথা বলে না যে ব্যভিচার ব্যতীত তোমার স্ত্রীর অপর যাবতীয় অপকার্য্য সহ্য করিবে। কোরআন বলে,—"পবিত্র পুরুষের জন্য পবিত্র নারী" (২০ : ২৬)। এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে পবিত্র অপবিত্রের সহিত থাকিতে পারে না। স্ত্রীর মধ্যে যদি ব্যভিচারের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাও,—যদি সে কামভাবে অপর পুরুষকে দেখে বা আলিঙ্গন করে বা অপর পুরুষের সামনে উলঙ্গ হয়, স্ত্রী যদি কলহপরায়ণ হয় বা 'শিরক' করিতে থাকে, তুমি যে পবিত্র খোদাকে মান তাহার প্রতি সে যদি আস্থাহীন হয় এবং এই সমুদায় হইতে সে যদি বিরত না হয়, ব্যাভিচারীণী না হইয়া থাকিলেও তাহাকে তালাক দিতে পার। কার্য্যতঃ সে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে এখন তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী নহে; তোমার দেহের দুষ্ট ক্ষত। এই ক্ষত দূরীভূত না করিলে তোমার সমুদায় দেহে পচন ধরিবে এবং তোমার জীবন সংশয় হইবে।

ইঞ্জিলের ন্যায় কোরআন তোমাদিগকে এ কথা বলে না যে কখনও শপথ করিও না। কোরআন বলে, অনর্থক শপথ করিও না। খোদার শপথ করা অর্থ খোদাকে সাক্ষি করা। অনেক ক্ষেত্রে শপথই মীমাংসার উপায়। খোদা মীমাংসার কোন পথই নষ্ট করেন না। এইরূপ করা তাঁহার জ্ঞানময় নামের বিরোধী। বিবাদ মীমাংসার জন্য যখন কোন সাক্ষি থাকে না, তখন খোদাকে সাক্ষি করা মানুষের স্বভাব।

ইঞ্জিলের ন্যায় কোরআন তোমাদিগকে এ কথা বলে না যে অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না। কোরআন বলে, "যেমন অন্যায় তেমন প্রতিশোধ দিবে, তবে যখন কেহ ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দেয় এবং তাহার ফলে অন্যায়

বাড়িয়া যায় না, বরং শান্তি স্থাপিত হয়, খোদা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে ইহার পুরস্কার দেন (৪০ : ৪২)।

ক্ষমা বা প্রতিশোধ গ্রহণ সব সময়ে কোনটাই প্রশংসনীয় নহে। পাত্র এবং ক্ষেত্র বিচার করিয়া কাজ করিবে। ইহাই কোরআনের শিক্ষা।

ইঞ্জিলের ন্যায় কোরআন বলে না যে শত্রুকে ভালবাসিবে। কোরআন বলে, মানুষ মাত্রকেই ভালবাসিবে। ব্যক্তিগতভাবে কেহই তোমার শত্রু নহে। মাত্র তাহাকেই শত্রু মনে করিবে যে খোদার শত্রু, রসুলের শত্রু এবং খোদার কেতাবের শত্রু। তবে তাহাদেরও কল্যাণ কামনা করিবে এবং তাহাদিগকেও সত্যের আহ্বান জানাইবে। ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের শত্রু হইও না; তাহাদের আচরণের শত্রু হইবে এবং সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিবে। খোদা তোমাদের নিকটে কি চান? "আল্লাহ আদেশ দিতেছেন—
ন্যায়পরায়ণ হইতে, পরোপকারী
হইতে, এবং আত্মীয়কে দান করিতে"—(১৬ : ৯০)—

সকল মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হও। আরও উপরে উঠ। যাহারা তোমার উপকার করে নাই তাহাদেরও উপকার কর। আরও উপরে উঠ। সমুদায় মানুষকে আত্মীয় জ্ঞান কর। সন্তানের প্রতি মাতা যেরূপ স্নেহ করেন, সকল মানুষের প্রতি তদ্রূপ ভালবাসা দেখাও। পরোপকারীর মধ্যে গুপ্ত আত্মশ্লাঘা থাকিতে পারে; উপকৃত ব্যক্তির নিকট গর্ব্ব করিতে পারে। মানুষের প্রতি যাহার ভালবাসা মাতৃস্নেহের ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ, উপকার করিয়া সে তাহা অনুভব করে না। মাতা সন্তানের সেবা করেন স্বাভাবিক স্নেহের কারণে। তদ্রূপ স্বভাবসিদ্ধ মানবপ্রীতিই নৈতিক উৎকর্ষের চরম স্তর।

এই আয়াতটির এই ব্যাখ্যা মানবের প্রতি মানবের আচরণ নির্দ্দেশ করে। খোদার সহিত মানবের আচরণ সম্বন্ধে ইহার ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইবে। খোদার প্রতি ন্যায়বান হওয়া অর্থ তাঁহার দান স্মরণ করিয়া তাঁহার আদেশ পালনে যত্নবান থাকা; উপকার না পাইয়াও খোদার উপকার করা অর্থ দেখিয়াছি জ্ঞানে তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা; স্বভাবসিদ্ধভাবে খোদার মঙ্গল বিধান করা অর্থ স্বর্গের লোভ বা নরকের ভয় বর্জিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করা; স্বর্গ নাই নরক নাই ধরিয়া লইলেও তাঁহার উপাসনায় কোনরূপ ব্যাতিক্রম না হওয়া।

ইঞ্জিল বলে, যাহারা তোমাদিগকে অভিশাপ দেয়, তাহাদিগকেও আশীষ দাও। কোরআন বলে, নিজের ইচ্ছামত ইহার কোনটাই করিও না। তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর কি করা উচিত। অন্তর খোদার বিকাশ-স্থল। তোমার অন্তর যদি বলিয়া দেয় যে অভিশাপ-কারী করুণার পাত্র, আকাশে সে অভিশপ্ত হয় নাই, তাহাকে অভিশাপ করিও না। পক্ষান্তরে তোমার বিবেক যদি বলে যে আকাশে সে অভিশপ্ত, তাহাকে আশীষ দিও না। কোন নবীই শয়তানকে আশীষ দেন নাই। শয়তানকে অভিশাপ দিতেও কোন নবীই বিরত হন নাই। অধীর হইয়া কাহাকেও অভিশাপ দিও না। সন্দেহ অনেক ক্ষেত্রেই অলীক। অযথা অভিশাপ দিলে তাহা অভিশাপকারীর উপরেই ফিরিয়া আসে। সাবধানে পা ফেলিবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবে। তোমরা চক্ষুহীন। খোদার সাহায্য চাও, যেন ন্যায়পরায়ণকে অত্যাচারী সাব্যস্ত না কর; সত্যবাদীকে যেন মিথ্যাবাদী মনে না কর। এইরূপ করিলে খোদার অসন্তোষভাজন হইবে এবং তোমাদের যাবতীয় সৎকাজ পণ্ড হইবে।

ইঞ্জিল বলে, দেখাইবার জন্য লোকদের সামনে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিও না। কোরআন বলে, তোমাদের সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম গোপনে করিও না। যখন দেখিতে পাও যে গোপনে করা শুভ, তখন গোপনে করিবে। পক্ষান্তরে যখন দেখিতে পাও যে প্রকাশ্যে করিলে লোকদের মঙ্গল হইবে, তখন প্রকাশ্যে করিবে। দুর্ব্বল লোকেরা সৎকাজ করিতে সাহস পায় না। তোমাদের কাজ দেখিয়া তাহারাও সাহস পাইবে। ফলে তোমরা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হইবে। খোদা বলিয়াছেন—"পুণ্য কর গোপনে ও প্রকাশ্যে"।
এই আদেশের মর্ম্ম এই যে শুধু উপদেশে দিয়াই ক্ষান্ত হইবে না; তোমাদের কাজের দ্বারাও অনুপ্রাণিত করিবে। শুধু উপদেশে কাজ হয় না। অধিকাংশস্থলেই উদাহরণের প্রভাব অনেক বেশী।

ইঞ্জিলের প্রার্থনা

ইঞ্জিল বলে, "তুমি যখন প্রার্থনা কর, তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিবে। কোরআন বলে, প্রার্থনা, সব সময়ই নিভৃতে করিও না; সহধর্ম্মী ভাইদের সহিত সমবেত হইয়া প্রকাশ্য স্থানে লোকদের সামনেও প্রার্থনা করিবে। এইরূপ প্রকাশ্য প্রার্থনা পূর্ণ হইলে মণ্ডলীর সকলেরই ঈমান বৃদ্ধি পাইবে এবং অপর লোকেরাও প্রার্থনার প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

ইঞ্জিল বলে, "তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও,—হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক; তোমার রাজ্য আইসুক; যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতেও তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক। আমাদের আজিকার খাদ্য আজ আমাদিগকে দাও। আমাদের ঋণ হইতে আমরা যেমন আমাদের ঋণী-দিগকে মুক্তি দেই, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে তোমার ঋণ হইতে মুক্তি দাও। আমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিও না; বরং আমাদিগকে অমঙ্গল হইতে দূরে রাখ; কেননা রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই।"

কোরআন বলে, এ কথা ঠিক নয় যে শুধু স্বর্গেই খোদার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, পৃথিবীতে মান্য হইতেছে না; স্বর্গের ন্যায় পৃথিবীতেও তাঁহার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। কোরআর সাক্ষ্য দেয়, "এমন কোন সত্তাই নাই
যাহা আল্লার পবিত্র নাম
মান্য করে না" (১৭ : ৪৪); "স্বর্গে এবং পৃথিবীতে প্রত্যেক অনুপরমাণু আল্লার পবিত্র নাম ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে" (৫৯ : ২৪; ৬২ : ১ এবং ৬৪ : ১)। পর্ব্বত খোদার মহিমা ঘোষণা করিতেছে; নদ-নদী তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে; অসংখ্য ধার্ম্মিক তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে; তরু লতা তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার হুজুরে যাহারা মাথা নত করে না, অন্তরে ও ভাষায় যাহারা তাঁহার মহিমা ঘোষণা করে না, প্রকৃতির কষাঘাত তাহাদিগকেও মাথা নত করিতে বাধ্য করিতেছে।

কোরআন শরীফ বলে, আকাশের ফেরেস্তাগণ যেরূপ ঐকান্তিকতার সহিত খোদাকে মান্য করিয়া চলিতেছে, পৃথিবীর প্রত্যেক অনুপরমাণুও তদ্রূপ ঐকান্তিকতার সহিত খোদাকে মান্য করিয়া চলিতেছে। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে বৃক্ষের একটি পাতাও ঝরিয়া পড়ে না; কোন ঔষধই ক্রিয়া করে না; কোন খাদ্যই পুষ্টি সাধন করে না। তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে চরম বিনয়ের সহিত প্রত্যেক সত্তাই তাঁহার দ্বারে অবস্থান করিতেছে। প্রত্যেক সত্তাই তাঁহার সেবায় রত আছে। পর্ব্বতগাত্রের ক্ষুদ্রতম প্রস্তরখণ্ড, মৃত্তিকার প্রত্যেকটি ধূলিকণা, সাগরের প্রত্যেক বারিবিন্দু, তরু-লতার প্রত্যেক পল্লব ও শাখা প্রশাখা, প্রত্যেক জীব-জন্তু এবং মানব-দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খোদাকে স্বীকার করে এবং তাঁহাকে মান্য করিয়া চলে। প্রত্যেক সত্তাই তাঁহার পবিত্র নাম ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই কারণেই আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—"আকাশ-মালা এবং পৃথিবীস্থ সব কিছু
আল্লার পবিত্র নাম ঘোষণা
করিতেছে।" (৫৯ : ২৪; ৬২ : ১ এবং ৬৪ : ১)। অন্য কথায় স্বর্গ মর্ত্ত উভয়েরই প্রত্যেক সত্তা আল্লার পবিত্র নাম মান্য করিতেছে।

পৃথিবীতে কি খোদার পবিত্র নাম মান্য হইতেছে না? কোন পরিণত বুদ্ধি লোকের মুখ দিয়া এইরূপ প্রশ্ন বাহির হইতে পারে না। পৃথিবীর কেহবা খোদার ধর্ম্ম বিধান মানিয়া চলিতেছে, কেহবা তাঁহার ভৌতিক বিধান মানিয়া চলিতেছে, কেহবা এতদুভয় বিধানই মানিয়া চলিতেছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রত্যেকেই খোদার পবিত্র নাম মান্য করিতেছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিধান মানিতেছে না, সেও ভৌতিক বিধান মানিয়া চলিতেছে। এতদুভয় বিধানের বাহিরে কেহই নাই। কোন না কোন বিধান প্রত্যেক মানুষের স্কন্ধে চাপিয়া রহিয়াছে!

মানব হৃদয়ের সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থা অনুসারে পৃথিবীতে কখনবা ধর্ম্ম এবং কখনবা অধর্ম্ম প্রবল হয়। এই জোয়ার ভাটার আসা যাওয়া খোদার জ্ঞান ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় না। তিনি যখন যাহা চান, তখন তাহাই ঘটে। দিবা রাত্রির বিবর্ত্তনের ন্যায় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিবর্ত্তনও খোদার বিধান এবং ইচ্ছা অনুসারেই ঘটিতেছে। ফল কথা, স্বর্গের

এবং পৃথিবীর প্রত্যেক সত্তাই খোদার আহ্বানে সাঁড়া দিতেছে এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে।

ইঞ্জিল বলে, খোদার নাম স্বর্গে পবিত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, পৃথিবীতে মান্য হইতেছে না; এবং পরবর্ত্তী বাক্যে বলে, পৃথিবীতে এখনও খোদার রাজ্য আইসে নাই। খোদার নাম পৃথিবীতে পবিত্র বলিয়া মান্য হইতেছে না কেন? ইঞ্জিলের যুক্তি এই যে পৃথিবীতে এখনও খোদার রাজ্য আইসে নাই।

কোরআনের শিক্ষা ইহার বিপরীত। কোরআন স্পষ্ট বলে, খোদা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই কারণেই চোর, ডাকাত, ব্যাভিচারী, নাস্তিক, অনাচারী, বিদ্রোহী ও দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাদের দুষ্কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। অন্যথা এই সমুদায় দুষ্কার্য্য অসম্ভব হইত। পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আইসে নাই কিরূপে বলা যাইতে পারে? তাঁহাকে বাধা দিবার মত বৈরী পৃথিবীতে কেহ আছে কি? ছুবহান আল্লাহ,—নিশ্চয়ই এইরূপ কোন বৈরী তাঁহার নাই।

খোদার বিধান স্বর্গের ফেরেস্তাদের জন্য একরূপ; পৃথিবীর মানুষের জন্য অন্যরূপ। স্বর্গরাজ্যের ফেরেস্তাগণকে তিনি স্বাধীনতা দেন নাই। তাঁহার বিধান মানিয়া চলা তাহাদের সহজাত প্রকৃতি। বিরুদ্ধাচরণ করা বা ভুল ত্রুটি করা তাহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে মান্য করা না করার স্বাধীনতা মানুষের সহজাত প্রকৃতি। স্বয়ং খোদাই মানুষকে এই প্রকৃতি দিয়াছেন। পৃথিবীতে অনাচারীর অস্তিত্ব এ কথা প্রমাণ করে না যে খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই। স্বর্গের ন্যায় পৃথিবীতেও খোদার শাসন পূর্ণ প্রতাপের সহিত বিরাজ করিতেছে। পার্থক্য শুধু এই যে স্বর্গের অধিবাসীদের জন্য তাঁহার শাসন বিধি একরূপ, পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য অন্যরূপ। স্বর্গের অধিবাসী ফেরেস্তাগণ পাপ করিতে অক্ষম; পৃথিবীর অধিবাসী মানুষ পাপও করিতে পারে। খোদা মানুষকে এই স্বাধীনতা দিয়াছেন। তবে মানুষের এই দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইতে পারে। 'ইস্তিগফার' করিলে, অন্য কথায় খোদার নিকটে শক্তি প্রার্থনা করিলে, মানুষ 'পবিত্র আত্মা' হইতে শক্তি লাভ করিতে পারে। নবীগণ নিষ্পাপ জীবন যাপন করিয়াছেন। 'পবিত্র আত্মার' সাহায্য লাভ করিয়া অপর লোকেও তাঁহাদের ন্যায় নিষ্পাপ জীবন যাপন করিতে পারে। 'ইস্তিগফার' করিয়া পাপীও পাপের শাস্তি ভোগ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। আলোকের উদয়ে অন্ধকারের অবসান ঘটে।

যাহারা 'ইস্তিগফার' করে না, পাপ করা যাহাদের দ্বিতীয় স্বভাব, তাহারা শাস্তি ভোগ করে। দেশময় প্লেগ মহামারী দেখা দিয়াছে। খোদার বিধান লঙ্ঘনকারিগণ ধ্বংস হইতেছে। পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আইসে নাই বলা যাইতে পারে কিরূপে?

মনে করিও না যে পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আইসে নাই বলিয়াই লোকে পাপ করিতে পারে। পাপের প্রাদুর্ভাবও খোদার একটি বিধান। লোকে ধর্ম্মবিধান লঙ্ঘন করিতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক বিধান কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। সুতরাং কোন মানুষই খোদার শাসনের বাহিরে নহে।

ব্রিটিশ ভারতে অসংখ্য চুরি, ডাকাতি ও নরহত্যা হইতেছে; প্রবঞ্চক, ঘুষখোর, ব্যাভিচারী প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের দুর্ব্বৃত্ত রহিয়াছে। কিন্তু বলিতে পার না যে এ দেশে ইংরেজের রাজত্ব নাই। তাহাদের রাজত্ব আছে। ইচ্ছা করিয়াই তাহারা কঠোর শাসন প্রবর্ত্তন করেন না; আইনের ত্রাসে প্রজাদের জীবন যাত্রা দুর্ব্বিসহ করা সমীচীন মনে করেন না। অন্যথা, সহজেই তাহারা সমুদায় অপরাধের অবসান করিতে পারেন। দেশের সমুদায় দুর্ব্বৃত্তকে তাহারা কঠোর কারাবাসে আবদ্ধ করিতে পারেন; দণ্ডবিধির কঠোরতাও বৃদ্ধি করিতে পারেন। মদ খাওয়া বাড়িয়া যাইতেছে, ব্যাভিচারীণীদের সংখ্যা বেশী হইতেছে, বহু চুরি ও নরহত্যা হইতেছে। এ দেশে ইংরেজের রাজত্ব না থাকা যে ইহার কারণ নহে, তাহা তোমরা বুঝিতে পার। তাহাদের শাসন ব্যবস্থার কোমলতাই অপরাধ বৃদ্ধির কারণ।

খোদার শাসনের তুলনায় মানবীয় শাসন কিছুই নহে। মানবীয় শাসনই যখন অপরাধ দমন করিতে পারে, তখন খোদা যে পারেন তাহা সুনিশ্চিত। খোদার দণ্ডবিধি এখনই যদি কঠোরতর হইয়া পড়ে, প্রত্যেক ব্যাভিচারীর উপরে যদি বজ্রপাত হইতে থাকে, প্রত্যেক চোরের হাত যদি খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, খোদা ও তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষই যদি প্লেগে আক্রান্ত হইতে থাকে, সপ্তাহকাল অতীত হইতে না হইতেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষই পরম ধার্ম্মিক হইয়া পড়িবে।

খোদার শাসন অতি কোমল। পাপীকে তিনি অবিলম্বেই ধরেন না। পাপী এই কারণেই পাপ করিতে পারে। তবে পাপীকে তিনি যে শাস্তি দেন না তাহাও নহে। বজ্রপাতে, আগ্নেয়গিরির অগ্নুদ্গারে, জাহাজ-ডুবি এবং রেল দুর্ঘটনায় অসংখ্য লোকের জীবন নষ্ট হইতেছে; সাপে কাটিতেছে, বাঘে খাইতেছে, মহামারীর আক্রমণ হইতেছে; প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে বহু লোকের ঘর বাড়ী নষ্ট হইতেছে। ধ্বংশ করিবার জন্য প্রকৃতি তাহার সহস্র মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

সত্য কথা এই যে, খোদার রাজত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। অপরাধীদের হাতে হাতকড়ি এবং পায়ে বেড়ি পড়িতেছে! তবে সেই জ্ঞানময়ের শাসনের কোমলতার কারণে অবিলম্বেই অপরাধী এই বেড়ি ও হাতকড়ি অনুভব করে না। বিরত না হইলে পরিণামে তাহার জন্য অনন্ত নরক রহিয়াছে।

ফল কথা, মানুষ ও ফেরেস্তার জন্য খোদার বিধানই দুই প্রকারের। বিধান পালনের জন্যই ফেরেস্তাদের সৃষ্টি। আদেশ মত কাজ করা তাহাদের প্রকৃতি। তাহারা পাপ করিতে পারে না; পুণ্য কাজে উন্নতিও করিতে পারে না। মানুষ পাপ পুণ্য উভয়ই করিতে পারে। ইহা মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট। উভয় বিধানই অটল। ফেরেস্তা মানুষ হইতে পারে না; মানুষও ফেরেস্তা হইতে পারে না। এই দুই বিধানের কোনটারই পরিবর্ত্তন নাই; উভয়ই চিরস্থায়ী। স্বর্গের বিধান পৃথিবীতে চালু হইতে পারে না। পৃথিবীর বিধানও স্বর্গে চালু হইতে পারে না।

ফেরেস্তার উৎকর্ষ নাই। মানুষ পাপ পরিহার (তওবা) করিয়া ফেরেস্তা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। জ্ঞানময় খোদা কিছু লোকের মধ্যে যদি পাপ প্রবণতা রাখিয়া না দিতেন, মানুষ বুঝিতে পারিত না যে সে দুর্ব্বল। পাপ করার পরেই সে বুঝিতে পারে যে সে দুর্ব্বল। অতঃপর 'তওবা' করিয়া সে পাপ মুক্ত হয়। মানুষের জন্য ইহাই খোদার ব্যবস্থা। ভুল ভ্রান্তি করা মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট; এবং ভুল ভ্রান্তি না করা ফেরেস্তার বৈশিষ্ট। ফেরেস্তাদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, মানব সমাজে তাহার প্রয়োগ সম্ভব নহে।

খোদাকে দুর্ব্বল মনে করা অসঙ্গত। পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারই তাঁহার নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে ঘটিতেছে। খোদার রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা শুধু স্বর্গেই সীমাবদ্ধ নহে। পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব দ্বিতীয় আর কোন খোদার দখলে রহিয়াছে কি? 'নাউজু-বিল্লাহ'—এইরূপ জঘন্য ধারণা হইতে আমরা আল্লার আশ্রয় চাই।

খৃষ্টানদের এ কথার উপরে জোর দেওয়া ভাল নয় যে, খোদার রাজ্য শুধু আকাশেই রহিয়াছে; পৃথিবীতে আইসে নাই। তাহারা আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। সুতরাং আকাশের যদি অস্তিত্ব না থাকে, এবং পৃথিবীতেও যদি খোদার রাজ্য না আসিয়া থাকে, তবে তাঁহার রাজ্য আছে কোথায়? খোদার রাজ্য পৃথিবীতে আইসে নাই, এই ধারণা অভিজ্ঞতার বিপরীত। আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাই যে পৃথিবীও খোদার রাজ্য। আমাদের জীবন যাত্রা, আমাদের অবস্থান্তর, আমাদের যাবতীয় সুখ-দুঃখ সমস্তই তাহার বিধানের অধীন। তাঁহার আদেশে জন্ম মৃত্যু হইতেছে; অসংখ্য ফুল ফলের উদ্ভব হইতেছে; তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন এবং স্বীয় অস্তিত্বের অসংখ্য নিদর্শন দেখাইতেছেন।

আকাশের গ্রহ নক্ষত্রমালা একই নিয়মে নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের অস্তিত্ব হইতে কোন পরিবর্ত্তনকারী সত্তা আছেন বলিয়া অনুভব করা যায় না। পক্ষান্তরে আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন পৃথিবীর নিত্য সহচর। প্রতিদিনই অসংখ্য জন্ম মৃত্যু হইতেছে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে নানাভাবে আমরা এক মহাপ্রতাপ প্রভুর কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিতেছি।

পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আইসে নাই, এই কথার সপক্ষে ইঞ্জিল কোনও প্রমাণ উপস্থিত করে নাই। খৃষ্টানগণ অবশ্যই বলিতে পারে যে যীশু স্বীয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য গেত-সেমিনীর উদ্যানে সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন; ইব্রীয় ৫ম অধ্যায়ের ৭ম বাক্যে

দেখা যায়, খোদা যীশুর এই প্রার্থনা মঞ্জুরও করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। খৃষ্টানগণ এই ঘটনাকে পৃথিবীতে তখনও খোদার রাজ্য না আসার প্রমাণ মনে করিতে পারে। কিন্তু আমরা একথা বলিতে পারি কিরূপে? আমরা উহা হইতে বড় বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি এবং খোদা আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন।

ইহুদীদের পক্ষ হইতে যীশুর বিরুদ্ধে পীলাতের আদালতে মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল ধর্ম্মীয় মতভেদের কারণে। যীশু খুনী আসামী ছিলেন না। পাদরী মার্টিন ক্লার্ক কাপ্তান ডগলাসের এজলাসে আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করিয়াছিল। মার্টিন ক্লার্কের এই মকদ্দমা কিছু কম ছিল কি? এই মকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্বেই খোদা আমাকে জানাইয়াছিলেন যে এই বিপদ আসিবে এবং ইহা হইতে তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন। পূর্ব্বাহ্নেই শত শত লোককে এই সংবাদ জানান হইয়াছিল। পরিণামে খোদা আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এক হইয়া আমার বিরুদ্ধে এই মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল। পৃথিবীও খোদার রাজ্য বলিয়াই তিনি আমাকে অব্যাহতি দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই এক বারই নহে, বহুবার আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছি যে পৃথিবীও খোদারই রাজ্য। এই কারণেই কোরআনের এই সমুদায় উক্তি বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি—"আকাশমালা ও পৃথিবী উভয়ই খোদার রাজ্য"
(২ : ১০৭); "নিখিল বিশ্বে
এবং নভমণ্ডলে যাহা কিছু আছে,
সমস্তই তাঁহাকে মান্য করিতেছে"; "তিনি যখন কোন কিছুকে বলেন 'হও', তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়" (৩৬ : ৮২); "খোদা তাঁহার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম; তবে অধিকাংশ লোকে ইহা জানে না" (১২ : ২১)।

ফল কথা, ইঞ্জিলের এই প্রার্থনা খোদার অনুগ্রহ পাইবার আশা নষ্ট করে; এবং তাঁহার প্রভুত্ব, মঙ্গলময়তা ও পাপ পুণ্যের ফল দান সম্বন্ধে খৃষ্টানদের মধ্যে উদাসীনতা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা মনে করে, পৃথিবী যেহেতু খোদার রাজ্য নহে, পৃথিবীতে তিনি কাহাকেও সাহায্য করিতে পারেন না।

কোরআনের প্রার্থনা মুসলমানদিগকে ইহার বিপরীত শিক্ষা দেয়। কোরআন বলে, রাজ্যহারা রাজাদের ন্যায় খোদা এই পৃথিবীতে অকর্ম্মণ্য নহেন। তাঁহার প্রভুত্ব, তাঁহার দান ও কৃপা, এবং তাঁহার শাসন ক্ষমতা পৃথিবীময় ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। তিনি ভক্তগণকে সাহায্য করেন এবং অপরাধিগণ তাঁহার ক্রোধে ধ্বংস হয়।

বহু-বিবাহের অন্তরালে

—মোহম্মদ মোস্তাফা আলী

সূচনা

কিছুদিন পূর্ব্বে এক সাংবাদিক আফ্রিকার কোন এক উপজাতীয় সর্দারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—দিন দিন সেখানে বহু-বিবাহের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে কেন? সর্দারজি উত্তরে বলেন—চাষ আবাদের কাজে ট্রাক্টরের প্রচলনই ইহার প্রধান কারণ। ১৪।১৫ জন স্ত্রীর কাজ অনায়াসেই একটি ট্রাক্টর দ্বারা সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ইদানিং পূর্বপাঞ্জাবের এসেমব্লীতে প্রশ্নোত্তর কালে কোন একজন মন্ত্রী বলেন যে, তাঁর এলাকায় পানির অভাব। পাহাড়ী এলাকা বলে দূরদূরান্ত হতে পানি সরবরাহ করতে হয়। একজন স্ত্রীলোক দিনে যে পানি সরবরাহ করতে পারে, তাতে পরিবারের পানির অভাব মিটে না, অপরদিকে সে গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে হাত দেওয়ার সময় পায় না। তাই বহু-বিবাহের ভিতর দিয়ে বহু-স্ত্রীর সাহায্যে এ সকল কাজের বন্দোবস্ত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি ভারত ও মিসরে বহু-বিবাহকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আইন পাশ হচ্ছে। এ সকল কারণে বহু-বিবাহ নিয়ে সাময়িক পত্রিকাদিতেও বেশ আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে বহু-বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হয়েছে। তা সত্বেও বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ নিয়ে নতুনভাবে আলোচনা হওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

বিবাহের মূল উদ্দেশ্য

বিহু-বিবাহ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ বিবাহের মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে সর্বদা একক বিবাহই কার্য্যকরী, না, কোন কোন সময়ে বহু-বিবাহেরও প্রয়োজন আছে—ইহাই বিচার্য্য বিষয়। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো মোটামুটি তিনটি: প্রথমতঃ, সন্তানের পিতৃত্বের দাবীকে নির্দ্দিষ্ট করা, দ্বিতীয়তঃ, নারী জাতিকে মাতৃত্বের পূর্ণ দায়িত্ব পালনের পথ সহজ করে দেওয়া, এবং তৃতীয়তঃ, যৌনপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে পারিবারিক জীবন গড়ে তুলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োগ করা।

পিতৃত্বের দায়িত্ব

সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে নরনারী উভয়েরই সমান প্রয়োজনীতা থাকলেও প্রকৃতি মাতৃত্বকে যেভাবে নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছে, পিতৃত্বকে সেভাবে নির্দ্দিষ্ট করে দেয়নি। কিন্তু সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে পিতৃত্বকে নির্দ্দিষ্ট করার একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদে পড়েই বিভিন্ন দেশ ও জাতি একে অন্যের অজ্ঞাতসারেই নানাভাবে বিবাহের প্রচলন করেছে। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হবে না। পিতৃত্ব নির্দ্দিষ্ট করার মোটামুটি কারণ হলো:

মরণশীল মানুষ বংশাবলীর ভিতর দিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। পিতৃত্ব নির্দ্দিষ্ট না হলে পুরুষ জানতে পারত না তার 'রক্ত' বেঁচে আছে কি না। ফলে সে তার জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়তো। অপর দিকে পিতা থাকা সত্বেও সবাই 'পিতৃহীন' হয়ে যেতো।

প্রকৃতি মানুষকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ করে সৃষ্টি করেছে। ইহার সহজ অর্থ এই যে প্রত্যেক কাজের প্রতিফলের জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সামাজিক জীব বলে তার কাজের ফল শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজে ইহার প্রভাব পড়ে—অন্যকেও ইহার হিস্যা নিতে হয়। এক কথায় ইহার সাথে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মংগলামঙ্গল জড়িত থাকে। মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি সবচেয়ে প্রবল বলে এ ব্যাপারে সে কথা আরো বিশেষভাবে খাটে। যৌন মিলনের আনন্দ, ভোগউপভোগ ইত্যাদি ছাড়াও ইহার যে পরিণতি সন্তানলাভ, সে জন্য দু'পক্ষেরই যথোপযুক্ত দায়িত্ব নিতে হয়। বিবাহ বন্ধন না থাকলে পিতৃত্ব নির্দ্দিষ্ট করা যেত না। ফলে সন্তানের সব দায়িত্ব মা'কেই বহন করতে হতো। ইহাতে সমাজের প্রতি পুরুষের দায়িত্ববোধ অনেকখানি কমে যেত এবং সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূলই নড়ে উঠত।

মাতৃত্বের দায়িত্ব

মানবশিশু যত অসহায় অন্যান্য জীবজন্তুর সন্তানেরা এত অসহায় থাকে না। মানবশিশুকে মানুষ করে গড়ে তুলতে যে সাধ্যসাধনার প্রয়োজন তার বেশীর-ভাগ এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে প্রাকৃতিক বিধানেই মা'কে গ্রহণ করতে হয়। মাতৃত্বের দায়িত্ব যথা-প্রয়োজনীয়ভাবে প্রতিপালিত না হলে সন্তানের মনুষ্যত্ব বিকাশে নানা বাধা সৃষ্টি হয়। ইহাতে ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয়েরই সমূহ ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করতে হলে মা'কে বাইরের কাজ হতে যথাসম্ভব রেহাই দিতে হবে—যাতে সন্তানকে মানুষ করে গড়ে তোলার মহান দায়িত্বপালনে যথেষ্ট সময় পায়। এ উপলক্ষে একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, মা'র স্থান আর কোন-ভাবেই পূরণ করা যায় না। এজন্যে বৈজ্ঞানিক সমাজব্যবস্থায় মা'কে তার নিজের এবং সন্তানের ভরণ-পোষণের ভার হতে যথাসম্ভব মুক্তি দিতে হবে। ইহাতে তাদের প্রতি কোন অনুকম্পা দেখান হয় না। বরং একজন পরিবারের ভরণপোষণ এবং অন্যজন সন্তানের লালন-পালনের ভার নিয়ে শ্রম বিভাগ করে নেয় মাত্র। ঐ ভাগাভাগি প্রকৃতিগত কারণে করতে হয় বলে কারো কোন অভিযোগের বা উচ্চতাবোধের কারণ হতে পারে না।

প্রকৃতিগত কারণে নারীকে মাতৃত্বের দায়িত্ব নিতে গিয়ে এমন অবস্থায় পতিত হতে হয় যে, তার পক্ষে নিজের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। বিবাহের ভিতর দিয়েই নারীপুরুষের

শ্রম বিভাগ সহজতর হয়। সন্তানকে মানুষ করতে পিতার চেয়ে মাতার দান অধিক, একথাও স্মরণ রাখতে হবে।

নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকল্যাণ

মানুষের প্রবৃত্তিনিচয়কে সমাজকল্যাণে লাগানোর জন্যে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে 'সীমা লঙ্ঘন' অর্থাৎ জড়তা ও উচ্ছৃংখলতা হতে রক্ষা করতে গিয়েই বিবাহ বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া পারিবারিক জীবনকে ভিত্তি করেই বর্তমান সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই পারিবারিক জীবনের গোড়াপত্তন হয় বিবাহের ভিতর দিয়ে। এক একটি পরিবার সমাজ-দেহের ইউনিটরূপে কাজ করছে। এ নিয়ে 'যৌন-জীবন', 'বিবাহ ও ইছলাম' এবং 'অবাধ যৌনমিলন ও ইস্‌লাম প্রবন্ধে' আলোচনা করেছি বলে এখানে আর পুনরুক্তি করা হলো না।

নৈতিক জীবন

সামাজিক জীব বলে মানুষকে দৈহিক জীবনের সাথে সাথে একটি নৈতিক জীবনকেও স্বীকার করতে হয়। নতুবা সমাজ বন্ধনে বড় বড় ফাটল দেখা দিবে। এই নৈতিক জীবনকে রক্ষা করার জন্যেই আমাদের প্রবৃত্তি নিচয়ের প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ করার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শুকিয়ে যাতে পংগু না হয়ে পড়ে, তজ্জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ওগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পথ করে দেওয়া হয়। বিবাহও যৌনপ্রবৃত্তিকে সমাজকল্যাণে লাগানোর একটি প্রতিষ্ঠান। মানবসমাজের বহু অভিজ্ঞতার ফলেই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অন্য কোন জীবজন্তু এসে ইহা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয় নি।

বহু-বিবাহের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

বিবাহের এ সকল মূল উদ্দেশ্য নিয়ে বিচার করে দেখা যাক, ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবনে কখনও বহু-বিবাহের প্রয়োজন আছে কিনা। বহু-বিবাহ অর্থে আমরা ইহাই বুঝব যে একই সময়ে এক স্বামীর একাধিক স্ত্রী বা একই সময়ে একই নারীর একাধিক স্বামী থাকা।

একাধিক স্বামী

একই সময়ে একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকলে বিবাহের প্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য সন্তানের পিতৃত্ব নির্দিষ্ট করা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সাথে সাথে অপর দুটি উদ্দেশ্য সাধনেও অযথা অনেক জটিলতা এসে দেখা দিবে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

একাধিক স্ত্রী

এখন দেখা যাক, একই সময়ে একই স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে কি অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। যদি দেশে বা সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা মোটামুটি সমান হয় [সাধারণতঃ তা-ই হয়ে থাকে], আর সব পুরুষই যদি একাধিক বিবাহ করতে যায়, তবে অনেককেই আবার অবিবাহিত থাকতে হবে। তখন সমাজে যে অসামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হবে তাতে বহু অমংগলের আশংকা দেখা দিবে। কিন্তু সমাজে যদি এমন অবস্থার উদ্ভব হয়, যার ফলে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেড়ে যায়, তবে সেখানে বহু-বিবাহের মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। অন্য কোন পথে মংগলজনক সমাধান আছে বলে মনে হয় না।

গত মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে প্রত্যেক বারজন নারীর মোকাবেলায় একজন করে পুরুষ ছিল। হাজার হাজার নারী যারা সন্তানাদি লাভ করে পারিবারিক জীবন যাপন করবার জন্য বুক বেঁধে আশা পোষণ করতো, তাদের ব্যর্থমনোরথ হতে হয়েছে। অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য যে সমাজব্যবস্থা কোন পথ রাখে না—ইহা নিজের অদূরদর্শিতারই পরিচয় দেয়।

তা' ছাড়া পারিবারিক জীবনেও কোন কোন সময়ে এতিম ও বেওয়াদের মংগলের জন্য বহু-বিবাহের প্রয়োজন হতে পারে। ধরা যাক, বিবাহিত দু'ভাইয়ের মধ্যে একজন তার দু' তিনটি সন্তান ও স্ত্রী রেখে মারা গেল। এমত অবস্থায় এই এতিম ও বেওয়ার সমস্যাদির শ্রেয় সমাধান হয় যদি মৃতের ভ্রাতা ঐ বিধবাকে বিবাহ করে নেয়। এতে বিধবার স্বামীর ও এতিমের পিতৃত্বের অভাবটা অনেকখানি পূরণ হতে পারে। নতুবা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শিশুরা পিতাকে হারায় মৃত্যুর দ্বারা আর মা'কে হারায় অনাত্মীয় কোন লোকের সাথে তার বিবাহ হওয়ার দরুন। সমাজে বা পরিবারে কখন কি অবস্থা ঘটে, তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে সমাজব্যবস্থা এরূপ হতে হবে—যেন যখন যে অবস্থার উদ্ভব হয় তারই সম্মুখীন হওয়া যায়। তবে একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, মূল লক্ষ্য হতে চ্যুত হলে বহু-বিবাহ কেন একক বিবাহও ব্যষ্টি বা সমষ্টির জন্য মংগলের হতে পারে না। যেখানে বহু-বিবাহের প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে ইহাকে আবেগ ভরে উড়িয়ে দিলে তাও কখনও মংগলের হতে পারে না। যুক্তি, সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতাই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয় হবে এবং আবেগ ইহার প্রেরণা যোগাবে।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, বহু-বিবাহের ব্যবস্থা সকলের জন্য অবশ্যকর্তব্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। তবে সমাজব্যবস্থায় অবস্থা-বিশেষে ইহার অনুমোদন থাকার একান্ত প্রয়োজন আছে। কেহ যাতে এ অনুমোদনের অপব্যবহার করতে না পারে, সে জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কেহ যদি বহু-বিবাহের ভিতর দিয়ে সামাজিক বা পারিবারিক মংগল না দেখে নিজের ভোগবিলাস চরিতার্থ করতে চায়, তাকে বাধা দিবার কার্যকরী বিধান থাকতে হবে।

বহু-বিবাহ একটি ত্যাগের আহ্বান

বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি, দায়িত্ববোধ ও আরাম আয়াসের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, একক বিবাহই অধিকতর কাম্য ও সুবিধাজনক। তাই একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, বহু-বিবাহ ভোগের দ্বার খুলে না দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ত্যাগের আহ্বান নিয়ে আসে। বিশেষ করে বর্তমান অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার যুগে যখন একক বিবাহেও অনেকেই সাহস পায় না, তখন ইহা বুঝতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

উপরে আমরা জার্মানী ও এতিম এবং বিধবার যে উদাহরণ দিলুম, তাতে সমাজ বা পরিবারের আন্তরিক মংগল আকাংখা নিয়ে যারা একাধিক বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়, তারা নিজেদের কাঁধে বহু দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এজন্য তাদেরকে অনেক সুখ-সুবিধা ত্যাগ করতে হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, হযরত মোহাম্মদ (ছঃ)এর জীবনী ত্যাগের একটি মূর্ত প্রতীক।

একটি বিশেষ অধিকার

বহু-বিবাহের দ্বারা নারী জাতির অধিকার খর্ব না করে বরং তাদেরকে একটা বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে; এবং একই সময়ে নারীকে একাধিক স্বামী রাখার অধিকার না দিলে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকারকে সঙ্কুচিত করা হয়ে থাকে। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করা যাক। আমরা যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে নারী-দের যৌন সমস্যা সমাধানের জন্য পুরুষদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণই প্রকৃষ্ট পথ বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু যদি কোন কারণে কোন দেশে বা সমাজে পুরুষদের সংখ্যা বেড়ে যায়, তবে সেখানে অনেক পুরুষকে অবিবাহিত থাকতে হবে। কারণ আমরা দেখেছি, একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করলে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এমত অবস্থায় পুরুষকে ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। ফলে তার যৌনজীবন অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়াতে এই অবস্থারই উদয় হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক ১০০ জন নারীর মোকাবেলায় ১০৩ জন পুরুষ আছে।

ইসলামে বহু-বিবাহের অনুমতি ও শর্তাবলী

এখন আমরা কোরআন ও হাদিছ হতে বহু-বিবাহের যে বিধান রয়েছে, তা উদ্ধৃত করছি। কোর-আন সর্বদেশ ও সর্বাবস্থায় বিধান দিয়েছে বলে দাবী করে। ইহাতে বহু-বিবাহের বিধান থাকা উচিত কিনা, তা পাঠক সমাজই নিরপেক্ষ বিবেকের কষ্টি-পাথরে বিচার করবেন:

"যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, এতিমদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে [এতিম বালিকাগণ বা তোমাদের পছন্দমত অন্য] স্ত্রীলোকগণ হইতে দুই-দুই, তিন-তিন বা চারি চারি বিবাহ করিতে পার; পরন্তু তোমাদের যদি আশঙ্কা হয় যে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একজন নারীকেই বিবাহ করিবে। অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার মালিক হইয়াছে, সেই [ক্রীতদাসীই] যথেষ্ট। ইহাই তোমাদের জন্য অবিচার হইতে বাঁচিয়া থাকার সহজতর পন্থা।" [সুরা—আন্-নিসা, আয়াত—৪]

"এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সমান ব্যবহার করিতে পারিবে না; কিন্তু

সম্পূর্ণ ঝুঁকিও না [একদিকে] এবং [কাহাকেও] একপ রাখিও না, যেন সে শূন্যে ঝুলিয়া আছে। আর যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে মিল করিয়া লও এবং অন্যায় হইতে বিরত থাক, তবে নিঃসন্দেহে খোদা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সুরা—আন্-নিসা, আয়াত—১২৯]

আবুদাউদ, তিরমিযি ও নিছায়ীতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী আছে এবং সে উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করে নাই, কিয়ামতের দিন তাহার দেহের অর্দ্ধাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

আবুদাউদ, তিরমিযি ও নিসায়ীতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রছুলে আকরম (ছাঃ) তাঁহার সহধর্ম্মিণীগণের মধ্যে সময়কে বণ্টন করিয়া লইতেন এবং সমতা রক্ষা করিতেন এবং বলিতেন, হে আল্লাহ যাহা আমার আয়ত্তে ছিল তাহা সমভাবে বণ্টন করিয়াছি, অতএব যাহা আমার আয়ত্তের বাহিরে এবং শুধু তোমারই আয়ত্তাধীন, সেই সম্বন্ধে আমাকে অভিযুক্ত করিও না।

হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও একক বিবাহ

প্রবন্ধ শেষ করার পূর্ব্বে আরো দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমেরিকা হতে ডাঃ স্নু এসেছিলেন। তাঁর সাথে পরিচয় হয়। কয়েকদিন যাওয়ার পর দেখতে পেলাম, ইস্‌লাম সম্বন্ধে জানবার তাঁর বেশ আগ্রহ। তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে লিখিত তিনখানা বই দিই। তিনি মনোযোগের সাথেই বইগুলো পড়লেন বলে মনে হলো। তিনি একদিন বল্লেন, "তুমি আমাকে জ্ঞানের একটা নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছ। পূর্বে ইসলাম সম্বন্ধে ধারণা আমার কত অগভীর ছিল।"

সুযোগ বুঝে সাহেবকে বল্লুম—"যে ইসলাম বহু-বিবাহকে সমর্থন করেছে, ইহার এত প্রশংসা করছো?" তিনি যা উত্তর দিলেন, তাতে চিন্তার একটা নতুন ধারা খুঁজে পেলুম।

তিনি বল্লেন—"কোন মহাপুরুষ এবং তাঁর প্রদত্ত সমাজব্যবস্থাকে বুঝতে হলে তখনকার অবস্থার সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হওয়া দরকার। সাথে সাথে তাঁর প্রদত্ত সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে flexibility আছে, ইহার বিচার করতে হবে। তখনকার আরবদের কথা চিন্তা কর। আরবদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন বড় একটা ছিল না। যার যেমন ইচ্ছা, পত্নী ও উপপত্নী দিয়ে ঘর ভরে রাখতো। তাদের সুখ-সুবিধার বিচার করতো না। মোহাম্মদ (দঃ) প্রথমে বিবাহের একটা দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করলেন; তৎপর এই বন্ধনের মধ্যে একটা নৈতিক পবিত্রতা এনে দিলেন; বহু-বিবাহকে চারটিতে সীমাবদ্ধ করলেন; তাতে তাঁর নিজের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাও ছিল। একক বিবাহের উপর তিনি জোর দিলেন এবং বহু শর্ত সাপেক্ষ তাঁর প্রদত্ত সমাজব্যবস্থায় বহু-বিবাহেরও অনুমোদন রাখলেন।

"দেখ তোমাদের সমাজে কোন সময়েই এমন অবস্থা হয়েছে বলেত মনে হয় না যে, বহু-বিবাহিতদের সংখ্যা একক-বিবাহিতদের সংখ্যাকে অতিক্রম করেছে। গড়ে হয়ত শতকরা দু' একটি বহু-বিবাহ হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। এমত অবস্থায় মোহাম্মদ (দঃ)কে একক-বিবাহের পিতা (Father of Monogany) বলা যেতে পারে। তোমরা তোমাদের নবীকে এইভাবে জগতের সামনে পেশ করনি" তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সে দিনের মত বিদায় নিলুম।

উপসংহার

বহু-বিবাহের অন্তরালে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন কারণ রয়েছে। ইসলাম এগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে বহু-বিবাহকে সমাজ ও পারিবারিক কল্যাণে লাগানোর পথ করে দিয়েছে।

হাদীস-সংগ্রহ

ঈমান

সঙ্কলক—মৌঃ মোহাম্মাদ

১। ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের উপর স্থাপিত—যথা (১) সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কেহ উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত পুরুষ, (২) নামাজ কায়েম করা, (৩) জাকাত দেওয়া, (৪) হজ করা এবং (৫) রমজানের রোজা রাখা। (বুখারী ও মোস্লেম)।

২। আনাস্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঈমান আনে নাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি তাহার নিকট তাহার পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানবজাতি হইতে প্রিয়তম হই। (ঐ)

৩। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: কসম তাঁহার যাঁহার হস্তে মোহাম্মদ (দঃ)এর প্রাণ রহিয়াছে, এই (মানব) জাতির মধ্যে যে কেহ ইহুদী বা খৃষ্টান যে আমার কথায় কর্ণপাত করে না এবং যাহা আমার মারফৎ প্রেরিত হইয়াছে উহার উপর ঈমান না আনিয়া মারা যায় সে অগ্নির অধিবাসী হইবে। (মোস্লেম)।

৪। ইবনে উমাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি আল্লার জন্য ভালবাসে, আল্লার জন্য ঘৃণা করে, আল্লার জন্য দান করে এবং জন্য নিষেধ করে, সে (আপন) ঈমানকে সম্পূর্ণ করিয়াছে। (আবু দাউদ, তিরমিজি)।

৫। ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ কোন জাতির মধ্যে আমার পূর্ব্বে এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যাঁহার অনুসরণকারী ও সঙ্গীগণ ঐ জাতির মধ্যে ছিল না যাহারা তাঁহার আদর্শের অনুসরণ ও তাঁহার আদেশ পালন না করিত। পরে তাহাদিগের উত্তরাধিকারিনী আসিয়া, যাহা করা হয় নাই তাহা বলিত এবং যাহা আদেশ করা হয় নাই তাহা করিত। যে ইহাদিগের বিরুদ্ধে হস্ত দ্বারা জেহাদ করে সে মোমেন, যে জিহ্বা দ্বারা ইহাদিগের বিরুদ্ধে জেহাদ করে সে মোমেন, যে হৃদয় দ্বারা ইহাদিগের বিরুদ্ধে জেহাদ করে সেও মোমেন। কিন্তু ইহার বাহিরে সরিষার বীজ পরিমাণও ঈমান নাই। (মোস্লেম)।

৬। আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: তিনটি জিনিষ ঈমানের মূল—যথা (১) ঐ ব্যক্তি হইতে হস্তকে সংযত রাখ যে কহে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নাই, (২) পাপের অপবাদ দিয়া তাহাকে কাফের আখ্যা দিওনা এবং (৩) তাহাকে (ইসলামানুমোদিত) আমলে ইসলাম হইতে বাহির করিয়া দিওনা। যখন হইতে আল্লাহ আমায় প্রেরণ করিয়াছেন তখন হইতে জেহাদ জারি থাকিবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই জাতির (মুসলমানগণের) শেষ দল দাজ্জালের বিনাশ সাধন করে। ইহা জালেমের জুলুম দ্বারা বা বিচারকের বিচার দ্বারা রহিত হইবে না। ভবিষ্যতের উপর ঈমানের কসম (অর্থাৎ এই হাদিস বর্ণিত সকল আশঙ্কা এক সময়ে দেখা দিবে, যাহার সাক্ষ্য বর্ত্তমানকাল)। (আবু দাউদ)।

৭। আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালেব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: ঐ ব্যক্তি ঈমানের সুমিষ্ট আঘ্রাণ লাভ করিয়াছে যে আল্লাহকে রবরূপে ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মোহাম্মদ (দঃ)কে রসুলরূপে পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে। (মোস্লেম)।

৮। আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন মানুষ প্রশ্ন করিতে থাকিবে, এমন কি এ প্রশ্নও হইবে যে সৃষ্টিকে আল্লাহ সৃজন করিয়াছে কিন্তু আল্লাকে কে সৃজন করিয়াছে? তখন এ বিষয়ে যে কিছু (জ্ঞান) পাইয়াছে সে যেন বলে আমি ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের উপর। (অর্থাৎ ধর্ম্মের অনুশীলে এ প্রশ্ন শান্তি হয়)। (বুখারী ও মোস্লেম)।

৯। আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন ঃ মানুষ প্রশ্ন করিতে নিরস্ত হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এ প্রশ্ন করে আল্লাহ সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছে কিন্তু আল্লাহকে কে সৃজন করিয়াছে? যখন তাহারা এইরূপ প্রশ্ন করিবে তখন উত্তর দাও, "আল্লাহ এক, সকলে তাঁহার উপর নির্ভরশীল, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না এবং তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই এবং তাঁহার তুল্য কেহ নাই।" ইহার পর বামদিকে তিনবার মুখ ফিরাইয়া আল্লার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় মাগিবে। (আবু দাউদ)

১০। হজরত আলি (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঈমান আনে নাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে চারিটী বিশ্বাস রাখে, যথা—(১) এক আল্লাহ ছাড়া কেহই উপাস্য নাই, (২) আমি আল্লার রসুল সত্য সহ প্রেরিত হইয়াছি, (৩) মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখে এবং (৪) কদরে (ভাগ্যে) বিশ্বাস করে। (তিরমিজি, ইবনে মাজা)।

১১। আবু হোরায়রা,(রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই ঈমান মদিনায় ফিরিয়া যাইবে (বিলুপ্ত হইবে) যেরূপ সর্প তাহার গর্ত্তে ফিরিয়া যায়। (বুখারী ও মোস্লেম)।

১২। হজরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ আছে তাঁহার কসম বান্দাগণের মধ্যে কেহ বিশ্বাস আনে নাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে নিজের জন্য যাহা ভালবাসে তাহা সে তাহার ভাইয়ের জন্য চাহে। (ঐ)

১৩। আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে হজরত রসুল (দঃ) বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি ঈমান আনে নাই, আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি ঈমান আনে নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লার রসুল, কোন ব্যক্তি?" তিনি উত্তর দিলেন "ঐব্যক্তি যাহার হস্ত হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে।" (ঐ)

১৪। আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন ঐ ব্যক্তি ঈমানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যাহার আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট।" (আবু দাউদ)।

১৫। আবু সঈদ আল খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যাহার হৃদয়ে অনুপরিমাণ ঈমান আছে, তাহাকে অগ্নি হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইবে। (তিরমিজি)।

১৬। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই কোন মোমেনের নিকট তাহার কার্য্যাবলি ও দানসমূহ হইতে যাহা পৌছায় তাহা— (১) বিদ্যা যাহা সে অর্জ্জন করিয়াছে ও বিতরণ করিয়াছে, (২) পুণ্যবান সন্তান যাহা সে ছাড়িয়া যায়, (৩) পুস্তক যাহা উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া যায়, (৪) মসজিদ যাহা সে নির্ম্মাণ করে, (৫) খাল যাহা সে খনন করায় ও (৬) জীবদ্দশাকালে সুস্থাবস্থায় সে আপন সম্পদ হইতে যে সদকা দেয়। এইগুলি তাহার মৃত্যুর পর তাহার নিকট পৌছিবে। (ইবনে মাজা, বাইহাকী)

১৭। আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ এক ব্যক্তি রসুল (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, "ঈমান কি (বস্তু)? তিনি উত্তর দিলেন, "যখন তোমার ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দেয় এবং তোমার মন্দকাজ তোমাকে দুঃখ দেয়, তখন (বুঝিবে) তুমি ঈমানদার।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাপ কি (বস্তু)?" তিনি উত্তর দিলেন, "যাহা তোমার অন্তরকে আঘাত করে, উহা পরিহার কর।" (আহমদ)

১৮। মোয়াজ বিন জাবল (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি হজরত রসুল (দঃ)কে উৎকৃষ্ট ঈমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "উহা এই যে তুমি আল্লাহর জন্য ভালবাস এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা কর এবং তোমার রসনাকে আল্লাহর স্মরণে নিযুক্ত রাখ।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহর রসুল! উহা কিরূপ?" তিনি উত্তর দিলেন, উহা এই যে তুমি নিজের জন্য যাহা ভালবাস তাহা অপরের জন্যও পছন্দ কর এবং যাহা তুমি নিজের জন্য অপছন্দ কর তাহা অপরের জন্যও অপছন্দ কর।" (আহমদ)।

১৯। আমর বিন আবাসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি আল্লাহ্র রসুল (দঃ)এর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহ্র রসুল! এই কাজে আপনার সঙ্গে কে আছে?" তিনি উত্তর দিলেন, "মুক্ত ব্যক্তি অথবা দাস।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইসলাম কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "সুমিষ্ট কথা এবং খাদ্য দান।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন ইসলাম উৎকৃষ্ট?" তিনি উত্তর দিলেন, "ঐ ব্যক্তি যাহার জিহ্বা ও হস্ত হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন ঈমান উৎকৃষ্ট?" তিনি উত্তর দিলেন, "সৎ স্বভাব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন নামাজ উৎকৃষ্ট?" তিনি উত্তর দিলেন, "সুদীর্ঘ সেজদা।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন হিজরত উৎকৃষ্ট?" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার রব যাহা অপছন্দ করিয়াছেন উহা হইতে হিজরত কর।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন জেহাদ উৎকৃষ্ট?" তিনি উত্তর দিলেন, "যাহাতে তাহার উৎকৃষ্ট ঘোড়া মারা যায় এবং তাহার রক্তপাত হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন সময় উৎকৃষ্ট?" তিনি উত্তর দিলেন, "রাত্রির শেষার্দ্ধের মধ্যভাগ।" (আহমদ)।

২০। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন ঃ মোমেন বন্ধুত্বের পাত্র। যে প্রীতি করে না এবং যাহার উপর কেহ প্রীত নহে তাহার মধ্যে ভাল কিছু নাই।" (আহমদ ও বাইহাকী)।

২১। ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আমি হজরত রসুল (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ ঐ ব্যক্তি মোমেন নহে যে পেট ভরিয়া খায় এবং তাহার প্রতিবেশী তাহার পাশে ক্ষুধার্ত্ত রহে। (বাইহাকী)।

তৌহিদের আহ্বান

৭ নং প্রচার পত্র

পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের খৃষ্টান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ সমীপেষু—

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!

আমরা যখন আপনাদের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব আলাপ-আলোচনা করি, তখন আপনারা ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা না করে অনেক প্রকার অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করে থাকেন। এই ধর্ম্ম মতবাদ জগত হতে মুছাইয়া দিবার জন্য আপনাদের মিশনারী পণ্ডিতগণ অনেক প্রকার পুথি-পুস্তক রচনা করিয়া ইসলামের উপর কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। যে সব অপবাদের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ সমুদায় গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে তাহার প্রত্যেকটির সঠিক মীমাংসা ও সদুত্তর দিবার জন্য ৬ নং প্রচার পত্রে ঐ সমুদায় গ্রন্থের একখানা করিয়া আমাদের ইসলাম মিশনে পাঠাইয়া দিবার জন্য আবেদন জানান হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাহার একখানা গ্রন্থও আমাদের নিকট আসিয়া পৌছে নাই।

ধর্ম্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ জ্ঞান না থাকিলে সমালোচনা করাও সম্ভবপর নহে। সর্ব্বপ্রথমে দেখতে হবে যে, কি প্রকার লোকেরা খৃষ্টান বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তারপর দেখতে হবে যে, উহারা পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কোরআন ভালভাবে পাঠ করিয়া সারমর্ম্ম অবগত হইতে পারিয়াছেন কিনা। তারপর দেখতে হবে যে, খৃষ্টান ধর্ম্ম যাহাদের দ্বারা এ দেশে আনীত হয়েছে, হজরত যীশুখৃষ্টের সহিত উহাদের জীবনের স্তর মিলিত আছে কি না।

বাইবেল শাস্ত্র পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম নামে দুইভাগে বিভক্ত এবং উভয় ভাগের শিক্ষারও পরস্পর যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। এইসব বিস্তারিত আলোচনা করিলে নিরপেক্ষ জ্ঞান দ্বারা মীমাংসা করা যায় যে, পুরাতন নিয়মের শিক্ষার সহিত ইসলামের সাদৃশ্য ও অনুকুল শিক্ষা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের শিক্ষা তুলনা করিলে নিরপেক্ষ জ্ঞান একথা বলতে বাধ্য হয় যে, ইহার পার্থক্য চন্দ্র ও সূর্য্যের দূরত্বের মত।

আমাদের মাননীয় ভক্তিভাজন হজরত ঈসা (আঃ) উত্তর আরবের লোক ছিলেন। তিনি নিজে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের শিক্ষা অনুসারে স্বীয় জীবন যাপন করতেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ তিনি বলিয়াছেন—"তোমরা মনে করিও না যে আমি ব্যবস্থা (শরিয়ৎ) কিংবা ভাববাদিগণের গ্রন্থ (নবীগণের কেতাব) লোপ করিতে আসিয়াছি। আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। আকাশ ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু ব্যবস্থার এক বিন্দুও লোপ হইবে না।" মথি, পঞ্চম অধ্যায় ১৭—১৮ পদ দেখুন।"

খৃষ্টান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আপনারা কেমন করিয়া বলেন যে, প্রভু যীশু আসিয়া সবই রদবদল করিয়া দিয়াছেন? প্রিয় বন্ধুগণ! একটু মনোযোগপূর্ব্বক দেখুন যে পবিত্র কোরআনে আপনাদের সম্বন্ধে কি বলছে। And of those who say we are Christians; we took their convenant, but they forgot a great part of what they had been fought. Holy Quran; Ch. V, Verse 17.

আপনারা ঈশ্বরের যে সব আদেশ ও উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছেন—তাহা পুনরায় শিক্ষা করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকের জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করুন। এইসব অবলম্বন করিতে হইলে পবিত্র বাইবেল ও কোরআন পাঠ করা আপনাদের উচিৎ।

তারপর আরও লক্ষ্য করুন, ইঞ্জিল প্রকাশিত বাক্য ২২ অধ্যায় ১৭—১৮ পদ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করুন। যতদিন খৃষ্টান মণ্ডলী পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা আঁকড়াইয়ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত একটুও অনিয়ম হয় নাই। যখনই ইহা রোমান ও গ্রীকদের কবলিত হইল তখন হইতেই খৃষ্টীয় মণ্ডলীও ধর্ম্মবিশ্বাসে এক আজব রঙ্গে রঙিন হইয়া উঠিল। যাঁহারা বাইবেল শাস্ত্রকে ঐশ্বরিক বাণীরূপে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে বড়ই জটিল সমস্যা উপস্থিত হইল। কারণ প্রকৃত খৃষ্টান ধর্ম্ম এখন খৃষ্টীয় মণ্ডলী নামে অভিহিত সমাজে পাওয়া যায় না। পবিত্র বাইবেল দ্বারা যদি কেহ ধর্ম্ম বুঝিয়া লইবার জন্য খৃষ্টিয় মণ্ডলীর অথবা সমাজের নিকট আশা করে এবং অগ্রসর হয় তবে উহারা মোটেই তাহা দিতে পারে না। কারণ রোম ও গ্রীকদের এবং গ্রেটবৃটেন দ্বারা খৃষ্টান ধর্ম্ম ক্ষতবিক্ষত হইয়া আজব রঙ্গে রঙীন হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় converted পৌত্তলিকগণের দ্বারাও ইহা বিগড়াইয়া গিয়াছে। কারণ উহারা আপন রুচি অনুসারে ধর্ম্মকে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন।

সেই কারণে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রকৃত রূপও লোপ পাইয়াছে। যেমন কোন সুন্দর চকচকে জিনিষের উপর আলকাতরা অথবা কাল কালী লেপন করিলে সৌন্দর্য্য কুৎসিত রূপ ধারণ করে, তেমনই বর্ত্তমান অবস্থা। এ জন্য অনেক লোক পবিত্র বাইবেল শাস্ত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মের সত্যতা অবগত হয় এবং বর্ত্তমান খৃষ্টান ধর্ম্মের উল্লিখিত কুৎসিত রূপ দেখে পশ্চাৎপদ হয়। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষিত জ্ঞানীগণ পবিত্র কোরআনের ও বাইবেলের সমালোচনা করছেন এবং একথাও বলছেন যে, বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষা মুসলিমগণ সুন্দরভাবে পালন করিতে সচেষ্ট কিন্তু খৃষ্টানগণ উহা হইতে বহু দূরে পিছিয়ে পড়েছেন।

যাঁহারা সত্যকে আঁকড়াইয়া ছিলেন তাঁহারাই রোমান শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করিয়া কেহ কেহ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে সাধু পিতার ও তদীয় ভক্তগণ, তাঁহার পরে ১৫০০ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার এবং তাঁহার পরবর্ত্তীগণ যথা ক্যালভীন, ক্রানমার, রিডলী, জুইঙ্গল্‌স্, নকস, পামার জন ওরাই ক্লিফ, ল্যাটিয়ার, হাশ্, এবং আরও কতিপয় ধর্ম্ম নেতাগণ খৃষ্টীয় মণ্ডলীর ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। সেই হইতে খৃষ্টীয় মণ্ডলী নানা প্রকার শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে হজরত যীশুখৃষ্ট (আঃ) সম্বন্ধে এবং তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পবিত্র কোরআনের নিরপেক্ষ সত্য প্রচারের দিকে মন আকৃষ্ট করিতেছেন। কারণ খৃষ্টীয় মণ্ডলীও বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিশ্বাস উহাদের অন্তরাত্মার ধর্ম্ম পিপাসা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছে না এজন্য আপনাদিগকে সবিনয় অনুরোধ করি যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির প্রতি মনোযোগ দিন। তাহা হইলেই সত্য আলোকের সন্ধান পাইবেন। রোমান, গ্রীক ও খৃষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস দেখুন। পোপ ও তাঁহার আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাস দেখুন। প্রোটেষ্টাণ্ট মতবাদ ও ধর্ম্মনেতাগণের জীবনচরিত ও ইতিহাস দেখুন। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম শিক্ষার উপক্রমানিকার মানচিত্র দেখুন। কোরআনের শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস দেখুন।

নিবেদক—ডাঃ হোসেনউদ্দীন খান,
সেক্রেটারী, আঞ্জুমানে আহমদীয়া ও অবৈতনিক ইসলাম প্রচারক, ইসলাম মিশন, ষ্টেসন রোড, ফরিদপুর।

আযান

—মুমতায আহমদ

আযান ইছলামের অতি সংক্ষিপ্ত একটি বিজ্ঞাপন। কুরআনের উদ্দেশ্যের প্রতি মানবের চিত্তাকর্ষক সুমধুর আহ্বান। উচ্চতম, মহত্তম, বৃহত্তম, বিরাটতম আল্লার প্রভুত্ব মানব হৃদয়ে তাঁহারই তওহীদের সংস্থাপক। কর্ম্মক্লান্ত বাসনালিপ্ত শান্তিহারা মানবের চিত্ত বিনোদক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার (দঃ) মহান আদর্শ শান্তিকামী মানবের সমক্ষে উপস্থাপক। তাঁহার বিশ্বনবীত্ব জগন্ময় বিঘোষক। যে নামায আল্লার সঙ্গে মানবের যোগসাধক, সাম্য মৈত্রী, ঐক্যবিধায়ক, মানব প্রাণে কেন্দ্রগ শক্তির সঞ্চারক, যোগ্যতার পরিপোষক, নেতৃত্বের সমর্থক, বশ্যতা, অনুগমণ, কর্ত্তব্যজ্ঞান, সময়ানুবর্ত্তন, কৈবল্য, একনিষ্ঠা ও ত্যাগের শিক্ষক তাহার জন্য বিশ্ববাসীর হৃদয়দ্বার উদ্বোধক মানব জাতিকে সাফল্যের দিকে আবাহক। আল্লার মহত্তে সর্ব্বআমিত্ব বিলীন করাই যে জীবনের চরম সার্থকতাও পরম সফলতা মানব হৃদয়ে এই মহাসত্যের অনুপ্রেরক। একমাত্র আল্লার দাসত্ব সাধনে তাঁহারই রঙে আপন জীবন রঙীন করার মহাতত্ত্ব প্রকাশক।

আখবার-আহমদীয়া

১৯৫৪ সনের শোরা মজলিশে—নিজের অসুস্থতার উল্লেখ করিয়া হজরত খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) বলেন, আমার মনে হয়, আমার অসুস্থতার বিষয়ে বন্ধুগণের এক রকম ভুল ধারণা হইয়াছে। বাহ্যতঃ ক্ষত ভরিয়া গিয়াছে। ক্ষত ভরিয়া যাওয়াই সুস্থতার চিহ্ন নহে। আমার ন্যায় ৬৫ বৎসর বয়সের লোকের শরীর হইতে অধিক রক্ত বাহির হইয়া যাওয়া ক্ষতের চেয়েও বেশী বিপজ্জনক।

রক্ত তৈয়ারীর জন্য মিষ্টি খাদ্য বিশেষ কার্য্যকরী। প্রস্রাবে চিনি নির্গত হওয়ার জন্য আমি মিষ্টি খাইতে পারি না। শক্তি বর্দ্ধনের জন্য গোস্ত খাওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। গেঁটে বাতের জন্য আমি উহাও খাইতে পারি না। রুটি খাইতেও আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় শক্তি লাভের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। ডাক্তারদের মতে গভীর ক্ষতও দশ দিনে আরোগ্য হইয়া যায় এবং ক্ষতের যে অংশে নল লাগাইয়া দেওয়া হয়, উহাও ২২ দিনে আরোগ্য হইয়া যায়। কিন্তু ক্ষতের ভিতরকার অংশ সারিতে যথেষ্ট সময়ের দরকার; প্রায় তিন, সাড়ে তিন মাস সময় লাগে। সুতরাং বন্ধুগণের মনে করা উচিত নয় যে ক্ষত ভরিয়া যাওয়ার সাথে সাথেই আমি খেলাফতের সমস্ত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত হইয়া গিয়াছি।

ইহার পর হুজুর (আইঃ) কতকগুলি উপদেশ দান করেন। হুসিয়ার ও চৌকস হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। হজরত আদম (আঃ), হজরত নূহ (আঃ), হজরত ইব্রাহিম (আঃ), হজরত মুসা (আঃ), হজরত ঈসা (আঃ) এবং আঁ হজরতের জীবনী ইহাই শিক্ষা দেয় যে নিজেদের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে সমস্ত শক্তি নিযুক্ত কর। ইহার পর যাহা কমি থাকে উহা আল্লাহতায়ালার উপর ছাড়িয়া দাও। ইহাই আল্লাহতায়ালার নিয়ম। তিনি চাহেন যে তাঁহার বান্দাগণ পুরোপুরি মেহনত ও হিম্মতের সহিত কর্ত্তব্য কাজ করুক। তারপর কিছু কমি থাকিলে উহা পুরা করিবার দায়িত্ব তিনি স্বয়ং নেন। যদি অলস হইয়া অবহেলা কর, তুমিই দায়ী হইবে।

কেবল মাত্র নামাজ পড়া, রোজা রাখা ইত্যাদির নাম ইসলাম নয়। চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করার নাম ইসলাম। কেবলমাত্র আমলের দ্বারা কৃতকার্য্যতা লাভ হয় না। প্রত্যেক কাজের পিছনে চিন্তাধারা কার্য্য করিতেছে। সুতরাং উহার সংশোধন হওয়া দরকার। আমি দেখিতেছি, এখনও জামাতের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হয় নাই।

তাঁহাদের এখলাস আছে, কোরবানী করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু বুঝে না যে কিভাবে ও কোন অবস্থায় কোরবানী করা উচিত। চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ও হৃদয়ের পরিশুদ্ধি দ্বারাই এই বোধ শক্তি হইতে পারে। চিন্তাধার পরিবর্ত্তন কর এবং হৃদয়ের সংশোধন কর। খোদাতায়ালার নিকট আত্মসমর্পন কর। যখন খোদাতায়ালার কোলে আশ্রয় লাভ করিবে, তখন দুনিয়ার কোন শক্তিই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। সাময়িক দুঃখ কষ্ট ও পরীক্ষা ইলাহি জামাতের জন্য অপরিহার্য্য ও প্রয়োজনীয়। ইহাকে শাস্তি মনে করিও না, বরং পুরস্কার মনে করিও। ইহা জামাতের জন্য মঙ্গলজনক, ক্ষতিকারক নহে।

অবশেষে হুজুর (আইঃ) এলান করেন, আগামী বৎসরে সুরার জলসা তিন দিবসের স্থলে চার দিবস হইবে; বৃহস্পতিবারে আরম্ভ হইয়া রবিবারে শেষ হইবে। খাকছার—মূসা।

নাজেরে আ'লার চিঠি—পূর্ব্ব পাকিস্তানের আমির সাহেবের নিকটে লিখিত এক পত্রে জনাব নাজেরে আলা বলিতেছেন—

"জমাতের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে যাহাদের চাঁদা বাকী পড়িয়াছে, অথচ আদায়ও করিতেছেন না অথবা আদায় করিবার জন্য সময়ও প্রার্থনা করিতেছেন না, তাহাদের স্থলে অন্য কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিয়া রিপোর্ট দেওয়া হউক।" আমীর, প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী যিনিই হউন, এরূপ কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত করা হউক—স্বাক্ষর মির্জ্জা বশীর আহমদ, অতিরিক্ত নাজেরে আ'লা, আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়া।

অতএব পূর্ব্ব পাকিস্তানের সমস্ত শাখা আঞ্জুমানের কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকটে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা অবিলম্বে স্ব স্ব আঞ্জুমানের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে যাহারা বকেয়াদার, তাহাদের লিষ্টি প্রস্তুত করিয়া জনাব প্রাদেশিক আমীর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং বকেয়াদারদিগকে বকেয়া আদায় করিবার জন্য এক মাসের সময় দিবেন। এক মাসের মধ্যে বকেয়া চাঁদা আদায় না করিলে অথবা সময় প্রার্থনা না করিলে তাহাদের স্থলে অন্য কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে—খাকছার—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম, সেক্রেটারী-এ-মাল, পূঃ পাঃ আঞ্জুমনে আহমদীয়া। ২৮-৬-৫৪ ইং

জাকাত—পূর্ব্ব পাকিস্তানের সমস্ত আহমদী ভ্রাতাভগিনীদের খেদমতে আরজ করা যাইতেছে যে জনাব নাজের সাহেব, বয়তুল মাল, সদর আঞ্জুমানে আহমদিয়া, রাব্ওয়াহ আদেশ দিয়াছেন যে জমাতের যে সমস্ত বন্ধু জাকাত দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহারা অবিলম্বে তাহাদের স্ব স্ব দেয় জাকাত আদায় করিয়া দিবেন। —খাকছার—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম, সেক্রেটারী মাল, পূঃ পাঃ আঃ আহমদিয়া।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি—এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে অনেক সময়েই ই, পি, এ, এ-কে না জানাইয়া অনেকেই অস্থায়ীভাবে ২।১ দিন থাকার জন্য পরিবারসহ দারুত-তবলিগে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে তাহাদের যেমন অসুবিধা হয়, আঞ্জুমনের কর্ত্তৃপক্ষের জন্যও অযথা অসুবিধার কারণ হয়।

তাহা ছাড়া বিনা অনুমতিতেই অনেক রোগীও দারুত-তবলিগে আসিয়া হাজির হন। ইহাতেও নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রোগ সংক্রমণেরও সম্ভাবনা থাকে। অনেক আহমদী ভ্রাতা গয়র আহমদী রোগীদেরও শুধু একখানা পত্র দিয়া পাঠাইয়া দেন। এখানকার অসুবিধার কথা বিবেচনা করেন না।

এখন হইতে ই, পি, এ, এ-র লিখিত অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও পরিবার সহ এবং রোগীদের দারুত-তবলিগে আসা ও থাকার জন্য নিষেধ করা হইতেছে।

জমাতের স্বার্থের খাতিরেই এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইল। খাকছার—মোহম্মদ মোস্তাফা আলী, সেক্রেটারী, ই, পি, এ, এ

নিরুদ্দেশ—সরাই নাওরাঙ্গস্থ (জিলা বান্নু, সীমান্ত প্রদেশ) আহমদীয়া জমাতের আমীর সাহেব-জাদা মোহম্মদ তৈয়ব লতিফ সাহেব (ইনি কাবুলের সহিদ মরহুম হযরত আবদুল লতিফ সাহেবের পুত্র) পূর্ব্ব পাকিস্তানের আমীর সাহেবকে লিখিয়াছেন যে গত ২২।১২।৫৩ তারিখ হইতে তাঁহার একটি ছেলে নিখোজ হইয়াছে। ছেলেটির নাম এস, রশিদ লতিফ, বয়স ১৬ বৎসর, উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুট, গায়ের রং লালচে শাদা, মাথার চুল কাল ও মোটা, শরীর গোল মুটে বাঁধের, হাসি মুখ, কলেজের ২য় বর্ষ পর্য্যন্ত পড়া শুনা করিয়াছে।

কেহ খোঁজ পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন বা ছেলেটিকে আমাদের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। খাকছার—মোহম্মদ মোস্তাফী আলী জি, এস,; ই, পি, এ, এ; ৪নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা।

আহমদিয়া বিরোধী হাঙ্গামার রিপোর্ট

পাকিস্তান সরকার পাঞ্জাবের আহমদীয়া বিরোধী হাঙ্গামা তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের আরবী অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। রিপোর্টের আরবী অনুবাদ মধ্য-প্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্র সমূহে বিতরণ করা হইবে। মূল ইংরেজী রিপোর্টের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই গ্রহণ করা হইয়াছে; মূল্য ৫।০; প্রাপ্তিস্থান পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বুক ডিপো, লাহোর।

দৈনিক তাসনিমের এক খবরে প্রকাশ, উক্ত রিপোর্টের উর্দ্দু তরজমা প্রকাশের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

পাঞ্জাবের দাঙ্গা তদন্ত আদালতের রিপোর্ট

(২য় পৃষ্ঠার পর)

১৯৫২ সালের ১৮ই মে পররাষ্ট্র সচিব চৌধুরী জাফরুল্লা খান করাচীতে আঞ্জুমানে আহমদীয়ার এক সভায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি এছলামকে জীবন্ত ধর্ম্ম বলিয়া মন্তব্য করেন। এই প্রসঙ্গে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, তজদিদে-দীন অর্থাৎ ধর্ম্ম সংস্কার, উহার পবিত্রতা ও মৌলিকত্ব রক্ষা এবং উহাতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধনের জন্য আল্লাহতায়ালা বিশ্বে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন। চৌধুরী জাফরুল্লা খান বলেন যে, মীর্জ্জা গোলাম আহমদের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মসংস্কারকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়াছে। উপসংহারে তিনি বলেন যে, আহমদীয়াত আল্লাহতায়ালা কর্তৃক রোপিত বৃক্ষস্বরূপ। কোরানের বাণী অনুসারে এছলামকে রক্ষার নিশ্চয়তা দানের জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার বিলুপ্তি ঘটিলে এছলাম জীবন্ত ধর্ম্ম থাকিবে না। চৌধুরী জাফরুল্লা খানের বক্তৃতার ফলে করাচী ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সঞ্চার হয় এবং উহার ফলে ঘটনাপ্রবাহ দ্রুততর হয়। আহরার-গণও তাহাদের বহু-প্রতীক্ষিত সুযোগ পায় ও উহার সদ্ব্যবহারে সক্ষম হয়।

১৯৫৩ সালের ১৬ই হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত করাচীতে যখন মোছলেম দল সমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন লাহোরে ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল। এই সম্মেলনে আহমদীয়াগণকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা, চৌধুরী জাফরুল্লাহ খানকে পররাষ্ট্র সচিবের পদ হইতে এবং আহমদীয়াদিগকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ হইতে অপসারণের দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা নিরূপণের জন্য সম্মেলনে মজলিসে আমল বা কর্ম্মপরিষদ গঠিত হয়।

মজলিসে আমল গঠিত হওয়ার পরই তাহারা কর্তৃপক্ষের সহিত সম্ভাব্য সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। এতদুদ্দেশ্যে তাহারা স্বেচ্ছাসেবক, তহবিল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করিতে থাকে। তাহাদের প্রস্তুতি সমাপ্ত হইলে ১৯৫৩ সালের ২২শে জানুয়ারী প্রধান মন্ত্রীকে প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ সম্পর্কিত চরম পত্র প্রদান করা হয়। প্রত্যক্ষ কর্ম্ম-পন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রকৃত পক্ষে ২৬শে জানুয়ারী তারিখের রাত্রে করাচীতে গৃহীত হয়।

১৯৫৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের গোয়েন্দা বিভাগ করাচীর গোয়েন্দা বিভাগ হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পান যে, খতমে নবুয়াত আন্দোলনের উদ্যোক্তারা তাহাদের পাঁচ দফা দাবী আদায়ের জন্য ১৯৫৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে পাঞ্জাব ও করাচীতে বিক্ষোভ আরম্ভের পরিকল্পনা করিয়াছে। পররাষ্ট্র সচিবের পদ হইতে চৌধুরী জাফরুল্লা খানের অপসারণ, রাবওয়ায় কাদিয়ানীদিগকে যে সব জমি দেওয়া হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া লওয়া, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ হইতে কাদিয়ানীদিগকে অপসারণ, কাদিয়ানীদিগকে সংখ্যালঘু বলিয়া ঘোষণা এবং এছলামী আদর্শে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন তাহাদের এই দাবীর অন্তর্ভুক্ত।

১৯৫৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় সরকারের এক এশতেহারে বলা হয় যে, আহরারগণই আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের উদ্যোক্তা। তাহারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। ধর্ম্মের আবরণে মুসলমানদের সংহতি বিনষ্ট করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। সরকারকে তাহাদের কুমতলবের নিকট নতি স্বীকার করাইবার জন্যই তাহারা প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করিয়াছে। কিন্তু সরকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। আইন ভঙ্গ করিলে তাহাদিগকে উহার শাস্তি ভোগ করিলে হইবে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী দিন গত রাত্রে করাচীতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে পাঞ্জাবে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। এই সব লোককে গ্রেফতারের ফলে প্রদেশ ব্যাপক অসন্তুষ্টির সঞ্চার হয় এবং লাহোর, শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, রাওয়ালপিণ্ডি, লায়াল-পুর, এবং মণ্টোগোমারীতে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়। লাহোরের পরিস্থিতি এত ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে, সামরিক বাহিনী তলব করিতে ও সামরিক আইন জারী করিতে হয়।

সামরিক আইন

যে পরিস্থিতিতে লাহোর সামরিক আইন জারী করিতে হয় তাহা নিম্নরূপ: (১) শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সকল ক্ষমতা লুপ্ত হয়; (২) ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়; (৩) সরকারের সকল মর্য্যাদা লুপ্ত হয়, আহরারদের দাবীগুলিকে ধর্ম্মীয় রূপ দেওয়া হয়। জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মায় যে আহমদীয়া-গণ নবীর মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিতেছে এবং এবং এছলামের একটি মৌলিক মতবাদের ক্ষতি সাধন করিতেছে। ইহার ফলেই উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত প্রস্তাবে কেহই আহরারদের দাবীর মূল তাৎপর্য্য অনুধাবন করে নাই বা করিয়া থাকিলেও জনপ্রিয়তা বা রাজনৈতিক সমর্থন হারাইবার ভয়ে কেহ উহা প্রকাশ করে নাই। দাবীদাওয়াগুলি এত সুন্দরভাবে পেশ করা হয় যে, এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারও আপত্তি করিতে সাহস পান নাই।

লাহোরের পত্রিকাগুলির মধ্যে চারি খানি আহরার-আহমদীয়া বিরোধে জড়িত হয় নাই। "তাসনীম" পত্রিকায় এ সম্পর্কে খুবই কম প্রচারকার্য্য চলিয়াছে। অবশিষ্ট কাগজগুলির মধ্যে "মগরেবী পাকিস্তানে" ১৯৫২ সালের প্রথমার্দ্ধে আহরার আহমদীয়া বিরোধ সম্পর্কে মাত্র তিনবার আলোচনা করা হয়। 'আফাক' পত্রিকায় দুইবারের বেশী এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই। লাহোরের আহরার দলের মুখপত্র 'আজাদ' এবং সরকার সমর্থিত 'জমিদার' পত্রিকায় এসম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারনা চালান হয়।

১৯৫১ সালের ১৪ই মে প্রধান মন্ত্রী, চীফ সেক্রেটারী, অর্থ দফতরের সেক্রেটারী ও পাবলিক রিলেশন্স দফতরের ডিরেক্টরের এক বৈঠকে পাঞ্জাবে এছলামী বিভাগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সম্পর্কে ছয়জন আলেমকে লইয়া একটি বোর্ড গঠন করা হয় এবং চীফ সেক্রেটারী এছলামী বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পাবলিক রিলেশন্স দফতরের ডিরেক্টর এই বিভাগের খরচপত্র নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার নিযুক্ত হন। বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে ও সাময়িকীতে প্রবন্ধ লেখার জন্য ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে এই বিভাগ হইতে ৭২ জনকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে মওলানা আবুল হাসনাত মোহাম্মদ আহমদ ও মওলানা মোহাম্মদ বখশ মুসলিম আহমদীয়া বিরোধী বিক্ষোভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক গ্রহণ করেন। ইহারা যথাক্রমে মজলিসে আমলের প্রেসিডেন্ট ও সদস্য। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগ হইতে ১৮ জনকে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও জেলে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দানের জন্য নিযুক্ত করা হয়। ইহাদের মধ্যে ১১ জন আহমদীয়া বিরোধী বিক্ষোভে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইহাদের সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়। বোর্ডের চারজন সদস্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। (ক্রমশঃ)

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.